নতুন ধারাবাহিক
বিকল্পিত রাজারহাট
চারের পাতায়

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

চৈতন্যদেবের সাধন ভূমি শান্তিপুর
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ১৫ আশ্বিন – ২১ আশ্বিন, ১৪২২ ঃ ৩ অক্টোবর – ৯ অক্টোবর, ২০১৫ Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 49, 3 October - 9 October, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কাশ্মীর কি ক্রমেই জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের হাতে চলে যাচ্ছে। ইদানিংকালের কিছু ঘটনা কিন্তু সেরকম ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছে। পবিত্র ঈদের দিনেও বিক্ষোভ সংঘর্ষ অব্যাহত। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভে পাকিস্তান ও জেহাদি সংগঠনের পতাকা। অশনি সংকেত। সাধারণ মানুষের স্বার্থে অবিলম্বে সরকারকে সক্রিয় হতে হবে।

রবিবার : নেতাজি ফাইল প্রকাশ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপ ক্রমশ বইতে শুরু করেছে রাজনীতিকদের মধ্যে। দলমত নির্বিশেষে নেতাজি ফাইল প্রকাশের দাবিকে 'নন ইস্যু' আখ্যা দিয়ে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু ও বিবাহকে চালাবার চেষ্টা করতেন যারা তারাও এখন বিপদ বুঝে নেতাজি ভক্ত সেজে দলে ভিড়তে চাইছে। একসময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লিন ইমেজের বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানিও দাবি তুললেন ফাইল প্রকাশের। কিন্তু ক্ষমতায় থেকে তিনি এসব ভাবেননি কেন?

সোমবার : কলকাতা পুরসভার বহু সম্পত্তি বেহাত হয়ে গিয়েছে। ক্যাগ তার রিপোর্টে বলেছে পুরসভার সম্পত্তির তালিকায় থাকা বহু সম্পত্তির মালিক অন্য কেউ। মোদ্দা কথা বেদখল। আমাদের দেশের ভোট সর্বস্ব রাজনীতির দৌলতে এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি। বন্দর, রেল ও সেচ দফতরের বিপুল জমি আজ বেদখলের তালিকায়। রাজনীতিকরা এসব নিয়ে মোটেই চিন্তিত নন।

মঙ্গলবার : ফের মহাকাশে সফল ভারত। একেবারে নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ অ্যাস্ট্রোম্যাট মহাকাশ কক্ষে স্থাপিত হল সফল ভাবে। পাঁচ বছর ধরে ব্রহ্মান্ডের নানা রহস্য সন্ধান করবে এটি।

বুধবার : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজন এক অভূতপূর্ব কান্ড ঘটালেন অপ্রত্যাশিত হারে সুদ কমিয়ে। সাধারণ মানুষ আশীর্বাদ করেছে রাজনকে।

বৃহস্পতিবার : লাগল দীর্ঘ ন'বছর। তবু মুম্বইয়ে ধারাবাহিক ট্রেন বিস্ফোরণে জড়িত ৫ জনের ফাঁসি ও ৭ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ডের শাস্তি দিল আদালত।

শুক্রবার : ফের বামেরা পথে। এবার লালবাজার অভিযান। পুলিশ নাকি দলদাস। নিজেদের সময় তাদের পুলিশ কি ছিল? জনদাস? পুলিশকে নিরপেক্ষ করতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর না করে এখন শুধু ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

পুর বিজ্ঞাপন যন্ত্রণা বাড়াচ্ছে তিক্ত অভিজ্ঞতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আপনি কলকাতা পুর এলাকার বাসিন্দা। এক বছরের মধ্যে স্থানীয় বরো অফিস থেকে সন্তানের 'বার্থ সার্টিফিকেট' করান নি। অথবা পুরোনো বার্থ কিংবা ডেথ সার্টিফিকেটটি ছিঁড়ে বা কোনও ভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অথচ এখনই সেটি পেতে হবে। ভীষণ প্রয়োজন। তাহলে দুর্বল হলে চলবে না। খেয়ে দেয়ে শক্তি অর্জন করুন। সামনে আপনার 'ওয়ান ডে ওয়ার' বা একদিনের যুদ্ধ।

তৈরি তো? কী কী করতে হবে শুনে নিন। সকাল ৭টার মধ্যে ধর্মতলায় কলকাতা পুরসভার হেড অফিসের এস এন ব্যানার্জি রোডের গেটটিতে গিয়ে সামনের রাস্তায় লাইন দিতে হবে। এখানে যতো ভোরে যাবেন ততো সামনে দাঁড়াবার সুযোগ পাবেন। কিছুক্ষণ বাদে সাড়ে ৮টা–৯টার সময় সামনে ফের লাইন দিতে হবে। সে আপনার যতো বয়সই হোক না কেন,

আপনি যতোই দুর্বল হোন না কেন লাইনের সামনের দিকে না দাঁড়াতে পারলে আপনার এই লড়াই বৃথা। কারণ প্রতিদিন ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে যারা থাকবেন তাদের ছাড়া আবেদন নেওয়া হয় না। অতএব এরপর থেকে যে হতভাগ্য নাগরিকরা এতোক্ষণ লড়াই করলেন তাদের ফের আর একদিনের প্রস্তুতি। এরপর কাউন্টার রুমের কাঁচের দরজা খুলবে। ফর্ম দেওয়া শুরু হবে। পূরণ করে জমা দিয়ে বসে থাকুন। কখন আপনার ডাক

আসবে সেই আশায়। এক দুই তিন ঘন্টাও হতে পারে। অর্থাৎ আপনার সেই দিনটি আপনার প্রিয় পুরসভার জন্য বলিপ্রদত্ত। নাগরিকরা যখন ভোর থেকে এই লড়াই করছেন তখন পুরসভার কর্তা ও আমলারা কেউ হয়ত চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিচ্ছেন। খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছেন। অতএব আপনি তখন একা, আপনার পাশে কেউ নেই। এমনকি আপনি যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘামছেন বা ভিজছেন তখন আপনার জন্য কোনও পুর পরিষেবা নেই। কলকাতার নাগরিকদের এই বার্থ সার্টিফিকেট যন্ত্রণা ইদানিং আরও বাড়াচ্ছে পুরসভার বিজ্ঞাপন। কলকাতা পুরসভা নাকি এখন 'হোয়াটস অ্যাপ' প্রযুক্তিতে আধুনিক হয়েছে। কলকাতা পুরসভা বেশ অনেকদিন আগেই ঢাকঢোল পিটিয়েই ই–পরিষেবা চালু করেছে। ইদানিং পথে ঘাটে ঢাউস ঢাউস বিজ্ঞাপন দিয়ে বলছে যে আপনার যে কোনও যন্ত্রণা ছবি তুলে হোয়াটস অ্যাপে পাঠান। আপনার ব্যথার শরিক হবে আপনার পুরসভাও। এই বিজ্ঞাপন দেখে এক ব্যঙ্গাত্মক যন্ত্রণা অনুভূত হচ্ছে উপরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নাগরিকদের।

এরপর পাঁচের পাতায়

কেন্দ্র নেতাজি ফাইল প্রকাশ করলে খুলতে পারে লালবাহাদুরের মৃত্যু রহস্যের জট

পার্থসারথি গুহ

গত বছর দিল্লিতে গিয়ে একটি ঐতিহাসিক এবং একইসঙ্গে নস্টালজিক পরিস্থিতির সামনে পড়তে হয়েছিল। হেইলি রোডস্থিত বঙ্গভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার চলছিল পুরোদমে। যার মূল বিষয়বস্তু আবর্তিত হচ্ছিল দেশের তিন মহারথী নেতাজি সুভাষ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে নিয়ে। যাদের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে আজও দেশবাসী মনে করে। আর স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর মনগড়া কাহিনীকে আপামর ভারতবাসী 'আষাঢ়ে গল্প' বলে উড়িয়ে দিয়ে আসছে গোড়া থেকেই। তা দিল্লির বঙ্গভবনের সেই কক্ষে আয়োজকরা চমক দিয়েছিলেন লালবাহাদুর পুত্র সুনীল শাস্ত্রীকে হাজির করে। বস্তুত এমন জাতীয়তাবাদী মঞ্চের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে লালবাহাদুর তনয় সুনীল বহুদিন ধরে তাঁর মনে জমে থাকা একটি গোপন তথ্যের উন্মোচন করে দেন অকপটে। তিনি সাফ জানান, ১৯৪৫ সালে নেতাজির বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু সম্পর্কিত প্রচার আসলে ভাঁওতা। দেশের সর্বাধিক সুবিধাভোগী পরিবার এবং তাদের তল্পিবাহকরা যে এই অপপ্রচারের কাণ্ডারী তাও নিজের বক্তব্যে বুঝিয়ে দেন সুনীল শাস্ত্রী।

সুনীলের কথায় যে গোপন প্রেক্ষাপটটি সামনে চলে আসে তা হল, সোভিয়েত দেশের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করার জন্য ১৯৬৫ সালে তাঁর পিতা তথা ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন তাসখন্দে উপস্থিত তখন তিনি গোপন সূত্রে খবর পান নেতাজি সেখানে রয়েছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি রুশ কর্তৃপক্ষকে পরিস্কার বলে দেন, তাঁর নেতা (নেতাজি)–র সঙ্গে দেখা করতে না দিলে তিনি চুক্তিপত্রে কিছুতেই স্বাক্ষর করবেন না। 'জয় জওয়ান–জয় কিষাণ'–এর আহ্বায়ক লালবাহাদুরের নাছোড়বান্দা

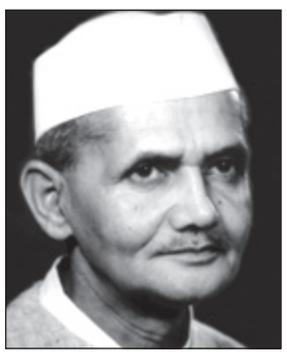

মনোভাবে শেষ পর্যন্ত রুশ নেতৃত্ব নেতাজির সঙ্গে লালবাহাদুরকে দেখা করতে দেন। বড় আবেগঘন ছিল নেতাজি এবং লালবাহাদুরের সেই সাক্ষাতের মুহূর্তটি। প্রিয় দেশনেতার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন শাস্ত্রীজি। এর থেকেও বড় ঘটনা হল, এর কদিন পরেই তাসখন্দে মৃত্যু হয় লালবাহাদুরের। যে মৃত্যুকে আদৌ স্বাভাবিক নয় বলে মনে করেন তাঁর পুরো পরিবার। এমনকি নেতাজি দর্শনের কারণেই লালবাহাদুরের এই রহস্য মৃত্যু কিনা তা নিয়েও জল্পনা রয়েছে। বস্তুত সুনীল শাস্ত্রী এক বছর আগে যে সত্যের অবলোকন করেছিলেন তার ঠিক এক বছরের মাথায় লালবাহাদুরের অপর পুত্র অনিল শাস্ত্রীর মধ্যেও শোনা গিয়েছে সেই সুর। ঘটনাচক্রে সুনীল এবং অনিল শাস্ত্রীর অবস্থান বিপরীতমুখী দুই শিবিরে। সুনীল যেখানে শাসক বিজেপি'র দিকে অনিল শাস্ত্রী সেখানে কংগ্রেসের। যুযুধান দুই শিবিরের হলেও বাবার রহস্য মৃত্যুর তদন্তের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন দুই ভাই। পাশাপাশি নেতাজি সুভাষের অন্তর্ধান পর্ব নিয়েও আলোকপাত চাইছেন শাস্ত্রী পরিবার।

এরপর পাঁচের পাতায়

ডেঙ্গি আতঙ্কের হানাদারি নামখানায়

নকিব উদ্দিন গাজী

রাজ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা। এখনও পর্যন্ত এ রাজ্যে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক শিশু সহ চার জনের। এরই মধ্যে মশার উপদ্রবে 'ডেঙ্গি আতঙ্ক' গ্রাস করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের নামখানা ও মদনগঞ্জ এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। বাসিন্দারা কেউ কেউ আবার আতঙ্কে এলাকাও ছাড়ছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। তারপরেও দীর্ঘদিন ধরে অপরিষ্কার ভাবে পড়ে থাকা এলাকার নিকাশি খাল সংস্কার তো দূরের কথা খালে মশার বাসা ভাঙতে স্থানীয় পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের তরফে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। ডায়মন্ড হারবার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'খোঁজ খবর নিয়ে দ্রুত এলাকায় মেডিক্যাল টিম পাঠানো হবে। ওই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ডেঙ্গি সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রয়োজনে বাসিন্দাদের শারীরিক পরীক্ষারও দ্রুত ব্যবস্থা করা হবে। বাকি সমস্যাটা পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনকে সমাধান করতে হবে।'

স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রের খবর, প্লাবনের হাত থেকে নামখানা ও মদনগঞ্জ এলাকাকে বাঁচাতে নিকাশির জন্য বাম আমলের শুরুতে দীর্ঘ প্রায় ১ কিমি নতুন খাল পথ তৈরি করা হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

নাচের মাস্টারের প্রলোভনে পাচার কিশোরীদের হাড়হিম করা কাহিনী

মেহেবুব গাজী

'নাচ মেরে বুলবুল পয়সা মিলে গা।' নৃত্যশিক্ষকের প্রলোভন কার্যত গ্রামের গরিবগুর্বো মেয়েগুলির কাছে এই বহুল পরিচিত হিন্দি সিনেমার চটুল গানে পর্যবসিত হয়েছিল। নাচের লাস্যময়ী ছন্দের জন্য তিনগুণের বেশি অর্থ পাওয়ার হাতছানি সহজেই মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল ওই কিশোরীদের। যার ফলে নাচের কেন্দ্র পালটে গেলেও অবলীলাক্রমে তা বিশ্বাস করেও নিয়েছিল তারা। পরিণামে দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে বিহারের কালকুঠুরিতে ঠাঁই হল তাদের।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা কাকদ্বীপ থানার শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীনারায়ণপুরের ৯ জন মেয়েকে নাচের প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বিহারের গোপালগঞ্জ থানার হারার মোড় এলাকায়। অত্যধিক টাকার লোভ দেখিয়ে ডায়মন্ড হারবারের প্রোগ্রামের নাম করে নিয়ে যায় ডান্স মাস্টার। হাতে হাতে ৫০০ টাকার নোট পেয়ে খুশি ওই মেয়েরা।প্রোগ্রামস্থল কেন রাতারাতি পালটে গেল তা নিয়ে কোনও আশঙ্কাই করেনি তারা। কিছুক্ষণের মধ্যে ঝাঁ চকচকে দুটি গাড়িও এসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ওই মেয়েদের টিফিন ও কোল্ড ড্রিংকসও দেওয়া হয়। কিন্তু এরই মাঝে ওই কোল্ড ড্রিংকসে মিশিয়ে দেওয়া হয় নেশার কোনও ওষুধ। কিছুক্ষণের মধ্যে ওই খাবার খেয়ে মেয়েরা অচৈতন্য হয়ে পড়ে গাড়িতে। দুর্ভাগ্যবশত ওদের মধ্যে ছোট্ট ছেলেটি মিষ্টি খাবার খেলেও, এই নেশার ওষুধ মেশানো কোল্ড ড্রিংকসটা খায়নি। পরে তারা সকলেই কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রায় কয়েক ঘন্টা কেটে গেল। ঘুম যখন ভাঙল ওই পাচার হওয়া কিশোরীদের, তারা দেখল অন্ধকার একটি ঘরে শুয়ে আছে। একই ঘরে সুস্মিতা আর রিয়া। তখন সকলে একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর আসে এক মাঝবয়সী মাসি। এসে একটি প্লেটে খাবার দিয়ে যায়। কোথায় তারা আছে জানতে চাইলে ওই মধ্যবয়স্কা মাসি বলেন, এ্যায়সা বাত ছোড় দো, তুম লোগোকো সব বেচ দিয়া তুমারা মাস্টার, জলদি খা লো। নেহি তো পাপ্পু আ যায়গা অর মারেগা তুমকো। এই কথা বলে মাসি চলে যায়। অন্ধকার ঘরের মধ্যে মেয়েরা চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ কিছু গুন্ডামার্কা ছেলেরা আসে আর মারধর শুরু করে। ঘরের চারিদিকে নিঃস্তব্ধ পরিবেশ। তিনতলা সমান এই বাড়ি। চর্তুদিকে ১০–১৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ঝোপঝাড় জঙ্গল, বাড়ির আশেপাশের ৫ কিমি কোনও জনবসতি নেই। তাই ঘরের ভিতরকার কোনও ঘটনায় বাইরে যায় না। প্রতিদিন চলে ওই মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার। এরই মাঝে ওই ছোট ছেলে অলোককে দিয়ে ফাই–ফরমাস খাটানো হত। তাকে পয়সা দিয়ে দেওয়া হত বাজার করে আনার জন্য।

অপর দিকে শুরু হয়েছিল নিখোঁজদের অনুসন্ধান পর্ব। প্রত্যেক মেয়ের বাবা চারিদিকে খোঁজ শুরু করল। আত্মীয় পরিজন থেকে বন্ধুবান্ধব। ইতিমধ্যে ৭ দিন কেটে গেল। পরে প্রত্যেক মেয়ের বাবা কাকদ্বীপ থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে। পরে আবার ওই ডান্স মাস্টারের নামে কিডন্যাপের অভিযোগ করা হয়। জানা যায় ওই ডান্স মাস্টার থাকত ঢোলা এলাকায়। ওই মাস্টার পরে কাকদ্বীপে এসে ডান্সের স্কুল খোলে। এর থেকে বেশি কিছু জানা যায়নি। পরে ওই মেয়েদের বাবারা আসে 'চেতনা ওয়েল ফেয়ার' সোসাইটির কাছে। সংস্থার সুব্রত পানিগ্রাহী মেয়েদের বাবাদের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনলেন আর সবার ফোন নম্বর নিয়ে নিলেন আর নিলেন সব মেয়েদের ও ছেলেটির ছবি। সমস্ত ঘটনা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যাবতীয় তথ্য। শুরু হয় খোঁজ পর্ব। কি হয় ওই বাড়িতে। জানতে পারা যায় যে, ওইখানে এক মাস ধরে মেয়েরা আছে। ওদের মধ্যে সর্দার পাপ্পু। সে আসে এক নিঃস্তব্ধ রাত্রে। ওই বাড়ির ভেতরে চলে উল্লাস। এক দালানে শুরু হয় বিশেষ নাচ। নাম 'লোহাগরম'। কি এই নাচ। জানতে পারা যায় ভিন দেশ থেকে আসা বেশ কিছু দালালরা সামনের সারিতে বসে থাকবে। ওই মেয়েরা নাচতে শুরু করবে। একের পর এক পোশাক খোলা হবে। আর যে যত ভালো নাচবে, বিবস্ত্র অবস্থায়, আর যার যত শরীরের গঠন ভালো সেই মেয়ের তত দাম লাফিয়ে লাফিয়ে উঠবে। এইভাবেই চলতে থাকে ওই অশালীন নৃত্য। যারা করতে অনীহা প্রকাশ করে তাদের চাবুকের মার থেকে পাশবিক অত্যাচার করে ওই পাপ্পু'র অনুগতরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

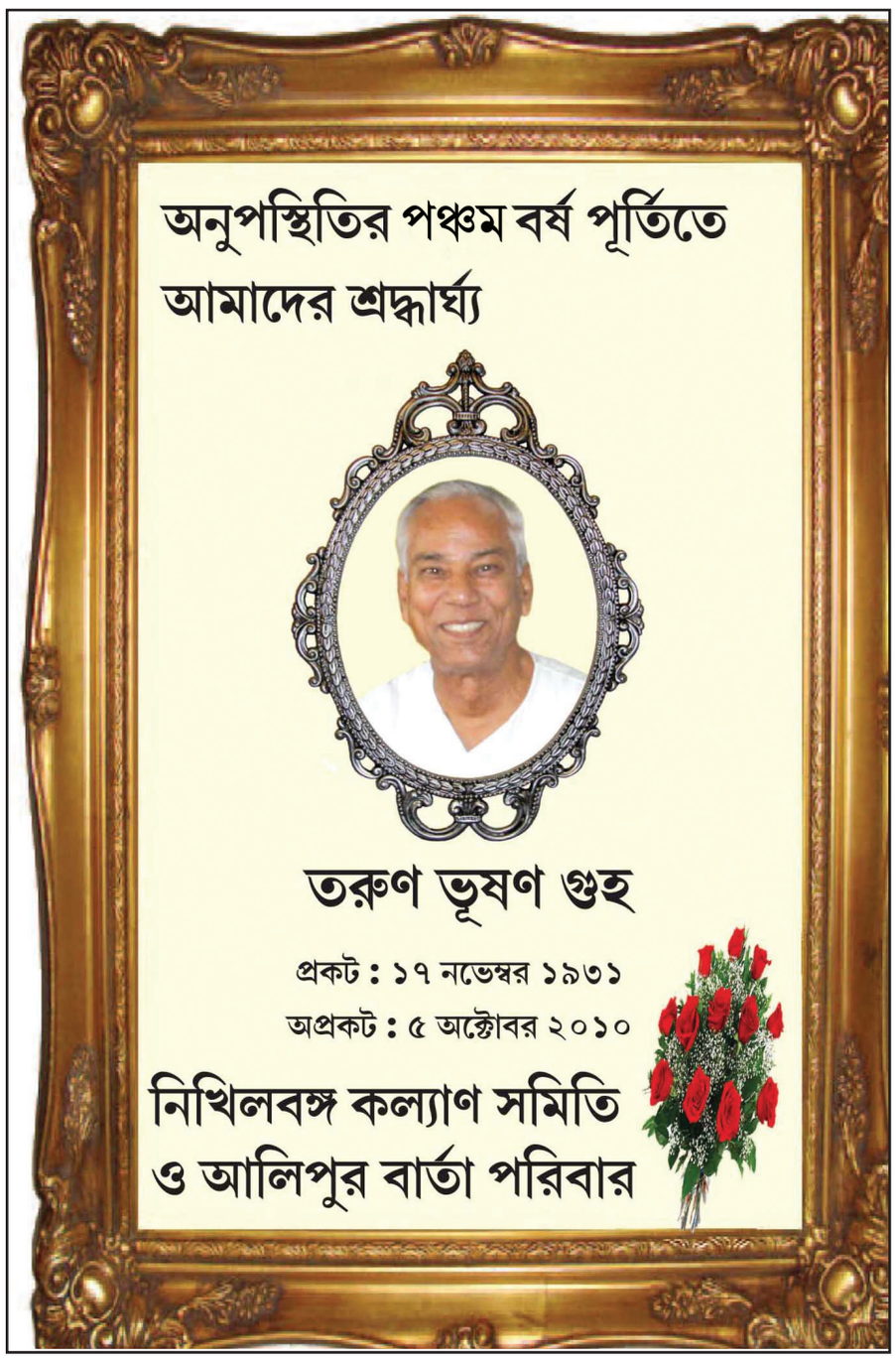

পঞ্চাশ শতাংশ সুদের হার কমিয়ে মাস্টার স্ট্রোক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

শুদ্ধাশিস গুহ

আবারও সুদের হার কমালো ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এই নিয়ে টানা তৃতীয়বার সুদ কমানোর রাস্তায় হাঁটল তারা। যদিও সকলকে প্রায় হতবাক করে এই দফায় পয়েন্ট ৫০ শতাংশ হারে সুদ কমল নগদ জমার ভিত্তিতে। সাধারণভাবে মার্কেট বা ভারতীয় শেয়ার বাজার আশা করেছিল পয়েন্ট ২৫ শতাংশের বেশি কিছুতেই কমানো হবে না। কিন্তু রঘুরাম রাজন বুঝিয়ে দিলেন তিনি একেবারেই অন্য ধাতুতে গড়া। এর আগে বছরের শুরুতে সুদ কমানো নিয়ে জল্পনা যখন সবে দানা বাধছিল সেইসময় নির্দিষ্ট দিনের আগে সুদ কমিয়ে সকলকে একেবারে আশ্চর্যচকিত করে দিয়েছিলেন। বস্তুত প্রথম থেকেই বর্তমান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নর বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি সকলের থেকে একেবারেই আলাদা। যদিও মাঝে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে তাঁর যেরকম 'তু–তু–মে–মে' চলছিল তাতে মনে হচ্ছিল হঠাৎ করে বেঁকে না বসেন গভর্নর সাহেব। কিন্তু যাবতীয় চাপকে কার্যত মাঠের বাইরে পাঠিয়ে রাজন এও প্রমাণ করলেন তিনি অপেক্ষা করছিলেন উপযুক্ত সময়ের জন্য। আসলে যতদিন না পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তের মধ্যে আসছে ততদিন সুদ কমানোর রাস্তায় তিনি যাবেন না বলেই বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন রঘুরাম রাজন। তা হলে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ কি এসে গিয়েছে। রাজন ঘনিষ্ঠ মহলের অনুমান, ঠিক তাই। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির দানবকে বোতলবন্দি করা গিয়েছে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত হয়ে তবেই একেবারে পঞ্চাশ শতাংশ সুদ কমিয়ে মাস্টার স্ট্রোক দিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, আগামী দিনে মুদ্রাস্ফীতি এইভাবে নিয়ন্ত্রণে থাকলে সুদ কমানোর আরও অনেক রাস্তা প্রশস্ত থাকবে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সূত্রে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ, বণিকসভা এবং বিভিন্ন মহল থেকেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই সাহসী পদক্ষেপের প্রশংসা করা হয়েছে। বিশেষ করে এক ধাপে পয়েন্ট ৫০ শতাংশ সুদ কমানো নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত।

এমন একটা সময় রাজন এই সুদ কমানোর গুরুতর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যখন সারা বিশ্বজুড়ে অর্থনীতির ওলটপালট পরিলক্ষিত হচ্ছে। বছরের শুরুতে গ্রিস দিয়ে যার শুরু। মাঝপথে আবার অশনি সঙ্কেত হিসেবে দেখা দিয়েছে চিন দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়নের ঘটনা। এর পর থেকেই নিজেদের বাজারের ভিত মজবুত থাকলেও ভারতীয় বাজার পড়তে শুরু করে। গত এক মাসের মধ্যে এক হাজার পয়েন্টের মতো নিচেও চলে এসেছিল ভারতীয় নিফটি। মাঝখানে খানিকটা রিকভার দিয়ে নিফটি ৮ হাজার পেরোলেও ফের ৭ হাজারের ঘরে চলে এসেছে। চিনের অর্থনৈতিক অবনতির পাশাপাশি আমেরিকা এবং ইউরোপেও যেভাবে নতুন করে সঙ্কট দানা বেধেছে তার প্রভাব থেকে ভারত মুক্তি পাচ্ছে না। এজন্যই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একদিনে ৫০ শতাংশ সুদের হার কমালে প্রাথমিক ভাবে তাতে সাড়া দিলেও দিনের শেষে কিন্তু নিফটি এবং সেনসেক্স আবারও নিচে এসেছে। সব থেকে বড় কথা ভারতে অনেক রকম ইতিবাচক উপাদান দেখা দিলেও বিদেশি লগ্নিকারী বা এফআইআইরা কিছুতেই এখানে ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে না। সে মোদি যতই আমেরিকা বা ইউরোপে গিয়ে জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখুন না কেন এই গত কয়েকমাস ধরে বিদেশিরা এদেশে শেয়ার বেচেই যাচ্ছে। এমনকি আমেরিকার ফেড সেদেশে সুদের হার না বাড়ালেও কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি বিদেশি ক্রেতাদের মধ্যে। এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি যেভাবে এগোচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত নিলেও এবং মুদ্রাস্ফীতির দৈত্য আওতার মধ্যে এলেও কিছুতেই শুধরাচ্ছে না ভারতীয় শেয়ার বাজার। আসলে দেশের যাবতীয় ভালো খবরকে দাবিয়ে দিচ্ছে বিদেশ থেকে ক্রমাগত খারাপ খবর আসতে থাকা। ফক্সভোগেন কোম্পানির সঙ্গে যেহেতু এদেশের কতগুলি গাড়ি কোম্পানির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগ রয়েছে তাই সেখানকার নেতিবাচক সংবাদ সংশ্লিষ্ট ভারতীয় শেয়ারগুলোকে বেকায়দায় ফেলছে।

এভাবেই বছরের প্রায় শেষ লগ্নে চলে এসেছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। তবে আশার কথা এই যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার কমানোর রাস্তায় ক্রমাগত হাঁটতে থাকায় ভারতীয় শিল্প দারুণভাবে উপকৃত হবে। কারণ ঋণ নিয়ে যে সব সংস্থা ব্যবসা করে এখন থেকে তাদের সুদ দিতে হবে তুলনামূলক ভাবে অনেকটাই কম। যার প্রত্যক্ষ ছবিটা ধরা পড়বে কোম্পানির লাভের খাতায় বা ব্যালেন্সশিটে। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হচ্ছে রেজাল্ট মরশুম। বিভিন্ন কোম্পানির ফলাফল আসতে শুরু করবে একে একে। এইভাবে সুদ কমলে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সংস্থাগুলির আয় বাড়াতে যথেষ্ট হয়ে উঠবে। যদিও এর আসল রূপটা ফুটতে শুরু করবে আগামী বছরের শুরুতে আসা তৃতীয় কোয়ার্টার এবং মার্চ–এপ্রিলের চতুর্থ কোয়ার্টার বা বার্ষিক ফলাফলে। এইভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাহায্য করলে কোম্পানিগুলি ভালো রেজাল্ট করতে বাধ্য। তার ফলে বিশ্বের যাবতীয় অর্থনৈতিক ঝঞ্ঝাকে তোয়াক্কা না করে এগিয়ে যেতে পারবে এদেশের অর্থনীতি। তবে তার আগে মোদি সরকারকে কথার থেকে কাজ বেশি করে দেখাতে হবে। সেক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিল যেমন জমি বিল, জিএসটি বা পণ্য পরিষেবা ইত্যাদি পাশ করাতে সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে।

অর্থনীতি

একথা ঠিক মোদি সরকার এই সব বিল পাশ করানো বা আর্থিক সংস্কারের ব্যাপারে অনেকটাই উদারচেতা। তাদের অনেক উদ্যোগ ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে বিরোধী তথা কংগ্রেস দলের বাধায়। তাও বুদ্ধি করে মোদির ম্যানেজাররা তৃণমূল, এইআইএডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি সহ বহু আঞ্চলিক দলকে কব্জায় আনতে পেরেছেন। তবে কংগ্রেসের বাধা বারংবার শাঁকের করাতের মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই সমস্যাটা বিদেশিরা যে বুঝছেন না তা নয়। তারা বুঝতে পারছেন মোদি সরকার অনেকটাই আন্তরিক। বিশেষ করে বিদেশিদের কর সংক্রান্ত ইস্যুকে ম্যাট সংশোধনীর মাধ্যমে যেভাবে দ্রুত মেটানো হয়েছে তা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য অবশ্যই। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিল রাজ্যসভায় পাশ করানোর ক্ষেত্রে মোদি সরকারকে আরও ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে বলে মনে করছেন বিদেশিরা। তাদের সাফ বক্তব্য, কংগ্রেস বা বিরোধীরা বাধা দিলেও তাদের ম্যানেজ করতে দরকার হলে একটু রক্ষণাত্মক হোক সরকার। বিরোধীদের বুঝিয়ে–বাঝিয়ে যদি আয়ত্তের মধ্যে আনা যায় তা হলে অচিরেই অনেক সমস্যা দূরে সরে যাবে। এই দিকটায় কেন্দ্রের তৎপরতা বাড়ানো দরকার বলেও মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

একটা আশার কথা অবশ্য মোদি সরকারের পক্ষে যাচ্ছে। তা হল বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির নিরঙ্কুশ জয় পাওয়ার জোরদার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি অসমেও বিজেপি আগামীতে সরকার গড়তে পারে বলে পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। এইভাবে অন্য রাজ্যে বিজেপি বা এনডিএ–র জয় ভবিষ্যতে রাজ্যসভায় তাদের সংখ্যা বাড়াতে প্রভূত সাহায্য করবে বলেই মনে হচ্ছে। এইভাবে চলতে থাকলে আগামী ২–৩ বছরে দেশের অগ্রগতি অনেকটাই ত্বরান্বিত করতে পারে শক্তিশালী এনডিএ। এমনিতে ২০১৪–র ধমাকা বছরের পর ভারতীয় শেয়ার বাজার গোটা দুনিয়ার সঙ্গে তাল রেখেই খারাপ গেল ২০১৫তে। সুতরাং আগামী বছর এই খরা অনেকাংশে কেটে যাওয়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে আজকের এই বাজারে মানে নিফটি–সেনসেক্স এই নিচু লেবেলে থাকাকালীন (হতে পারে আরও খানিকটা নামতে পারে সূচক) যারা তুলনামূলকভাবে জলের দরে বিভিন্ন শেয়ার ক্রয় করছেন তারা লাভের ফসল ষোলোআনা তুলতে পারে অঅগামী বছর।

বিশেষ করে ২০১৬–র মার্চ–এপ্রিল মাস, যে সময়টা বাৎসরিক ফল আসতে শুরু করবে তা ভারতীয় বাজারের পক্ষে যথেষ্ট ফলদায়ক হয়ে উঠতে পারে। এভাবেই আপাত আর্থিক সমস্যাকে রাস্তা দেখিয়ে ফের উত্থানের ট্রাকে ফিরতে পারে ভারতের বাজার। হয়তো সেসময় আমেরিকা এবং ইউরোপও অনেকটাই সমস্যামুক্ত হবে। তাছাড়া মন্দাকবলিত চিনকে ছেড়ে ভারতের লাভদায়ক অর্থনীতিতে সামিল হতে পারেন বিদেশিরা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩ অক্টোবর – ৯ অক্টোবর, ২০১৫

মেষ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ক্রয়–বিক্রয় ব্যবসায়ে লাভযোগ লক্ষিত হয়। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। চলাফেরায় সাবধান থাকবেন। পায়ে আঘাত লাগতে পারে।

বৃষ : ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় বাধা থাকলেও ভাল ফল পাবেন। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। অযথা বাক্যব্যয় করবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে অগ্রগতির যোগ রয়েছে।

মিথুন : নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। লেখাপড়ায় ফল ভাব হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য। সাবধানে চলবেন। স্নেহ–প্রীতির দিকে মন আকৃষ্ট হবে। আয় ভালই হবে। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। মানসিক চঞ্চলতা থাকবে।

কর্কট : আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা এলেও আপনি সেই বাধা অতিক্রম করতে সমর্থ হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে বিলম্ব হলেও নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। লেখাপড়ায় সাফল্য পাবেন। পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন।

সিংহ : বীর বিক্রমে এগিয়ে চলুন, সাফল্য অবশ্যই পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। দৈব দুর্ঘটনার যোগ ও প্রতারণার যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে।

কন্যা : অর্থ যেমন আসবে তেমন খরচও হয়ে যাবে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে এখন হাত দেবেন না। শিক্ষায় অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হবে। রক্তচাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকলেও শত্রুতার দ্বারা ক্ষতির যোগ।

তুলা : স্বচেষ্টায় উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। ভাই–বোনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। চাকুরীতে উন্নতি হবে।

বৃশ্চিক : শিক্ষায় আপনি ভাল ফল পাবেন। কিন্তু একটু বেশি পরিশ্রম করতে হবে। মনের সন্দিগ্ধ চিত্ততার জন্য ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। যোগাযোগ মূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। জলপথে ভ্রমণে যাবেন না। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

ধনু : গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু গোলযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের কারক রয়েছে। শিক্ষায় বাধা এলেও সফলতা পাবেন। ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সহায়তা হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। চাকুরিতে উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : একটু ধৈর্য ধরুন। উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। উপযাচক হয়ে অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। ব্যবসায়ে মনের মত ফল পাবেন না।

কুম্ভ : গৃহ ভূমি ও জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। দৈব দুর্ঘটনার যোগ। বুদ্ধির দোষে ক্ষতি।

মীন : শরীরের প্রতি যত্নবান হতে হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। নূতন কোন ব্যবসায় হাত না দেওয়াই ভালো। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। কর্মস্থলে সাবধানে থাকতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আয়ের থেকে ব্যায় বেশি হওয়ার সম্ভাবনা।

৫০০ তফসিলি ছাত্রছাত্রীকে ওএনজিসি–র স্কলারশিপ

৫০০ মেধাবী তফসিলি ছাত্রছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার জন্য স্কলারশিপ দেবে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক ডিগ্রি, এমবিবিএস, এববিএ এবং জিওলজি বা জিওফিজিক্সের প্রথম বর্ষে পাঠরত তফসিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারেন। স্কলারশিপের অঙ্ক মাসে ৪,০০০ টাকা।

ইঞ্জিনিয়ারিং ও এমবিবিএস পাঠরতদের উচ্চমাধ্যমিকে এবং এমবিএ, জিওলজি বা জিওফিজিক্সের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাঠরতদের ক্ষেত্রে স্নাতকে অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর বা সমতুল গ্রেড পয়েন্ট গড় থাকতে হবে। যাঁরা পূর্ণ সময়ের কোর্সে উপরোক্ত কোর্সগুলি পড়ছেন শুধু তাঁরাই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। অন্য কোনও সূত্র থেকে যাঁরা একই কোর্সে পড়াশোনার জন্য বৃত্তি পাচ্ছেন তাঁরা আবেদন করবেন না। তবে যাঁরা রাজ্য সরকার থেকে কোর্স ফিয়ে ছাড় পান তাঁরা আবেদনের যোগ্য।

বয়স : ১–১০–২০১৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে।

স্কলারশিপের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পরে প্রতি বছরের পরীক্ষায় অন্তত ৫০ শতাংশ বা সমতুল গ্রেড পয়েন্ট গড় পেতে হবে, তবেই স্কলারশিপ অব্যাহত থাকবে।

নির্দিষ্ট বয়ানে দরখাস্ত করতে হবে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করতে হবে এই ওয়েবসাইট থেকে : www.ongcindia.com দরখাস্ত প্রার্থীর বর্তমান প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সার্টিফায়েড হতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ওএনজিসিতে দরখাস্ত পাঠাতে হবে।

১৫ নভেম্বরের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ দরখাস্ত পৌঁছানো চাই এই ঠিকানায় : অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড, গ্রিন হিলস, তেল ভবন, দেরাদুন–২৪৮ ০০৩। ফোন : ০১৩৫ ২৭৯২৬৫০। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ডেটা এন্ট্রি অপারেটর

ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পদে কিছু কর্মী নেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড কালেক্টর অফিস। প্রাথমিকভাবে ১ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ হবে।

শূন্যপদ : ১৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। সঙ্গে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে 'ও' লেভেল সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

বেতন : মাসে ১১,০০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই করা হবে ওয়াক–ইন–ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ওয়াক–ইন–ইন্টারভিউ আয়োজিত হবে ১০ অক্টোবর, বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে।

দরখাস্ত করতে হবে এ–ফোর মাপের সাদা কাগজে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.south24pgs.gov.in ওয়াক–ইন–ইন্টারভিউয়ে যথাযথভাবে পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, যাবতীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার নথিপত্র, কম্পিউটার–সংক্রান্ত যোগ্যতার সার্টিফিকেট ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট আসল কপিসহ উপস্থিত থাকতে হবে। ওয়াক–ইন–ইন্টারভিউয়ের স্থান : Office of the District Manigstrate & Collector, South 24 Parganas, Establishment Section, New Treasury Building, 2nd Floor, Alipore, Kolkata 700 027.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

প্রাথমিক টেট ২০১২–র পরীক্ষার্থীদের অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ দেওয়া হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১২–র প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের টেট পরীক্ষার যে সকল অসফল প্রার্থী এবারের টেট পরীক্ষায় বসতে চলেছেন তাঁদের অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ দেওয়া হচ্ছে। আগামী ৬ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁদের অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ দেওয়া হবে। ২৮ সেপ্টেম্বর এ খবর জানিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন ওই পরীক্ষার্থীরা কোনও সচিত্র পরিচয়পত্র এবং আসল অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে তাঁদের নিজের নিজের জেলার সংসদ অফিসে গেলেই নতুন অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ পেয়ে যাবেন। এই অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপই ২০১৫–র টেটে বসার ছাড়পত্র।

উল্লেখ্য, এর আগে ১ সেপ্টেম্বর এক বিজ্ঞপ্তিতে পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছিল, ২০১২ সালের যেসব পরীক্ষার্থীদের মূল অ্যাডমিট কার্ডটি রয়েছে কিন্তু ডাউনলোড করা অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ নেই, তাঁরা নিজেদের জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অফিসে ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মূল অ্যাডমিট কার্ডের প্রতিলিপি–সহ আবেদন জানাতে পারবেন। এই প্রার্থীদের আগের পরীক্ষাকেন্দ্র বদলাতে পারে বলেও জানানো হয়েছিল সেই বিজ্ঞপ্তিতে।

এবারের টেট–র পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার আগেই ২০১২–র পরীক্ষার্থীদের ২০১২–র মূল অ্যাডমিট কার্ড এবং অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ দেখাতে হবে। দুটিরই ফটোকপিও সঙ্গে রাখতে হবে। ফটোকপিগুলি পরীক্ষাকেন্দ্রে জমা নিয়ে নেওয়া হবে। আগামী ১১ অক্টোবর রাজ্য জুড়ে প্রাথমিকের টেট। পরীক্ষা শুরু দুপুর দুটোয়। পরীক্ষা শুরুর অন্তত এক ঘন্টা আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে হবে প্রার্থীদের। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই এবারের টেট আড়াই ঘন্টার।

বিভিন্ন জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের অফিসের ঠিকানার সম্পূর্ণ তালিকা :

বাঁকুড়া : বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, বিদ্যাভবন, কোর্ট কম্পাউন্ড, পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া, পিন – ৭২২ ১০১। ফোন : (০৩২৪২) ২৫৭০৬৭।

পুরুলিয়া : পুরুলিয়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, পোঃ ও জেলা : পুরুলিয়া, পিন–৭২৩ ১০১। ফোন : (০৩২৫২)২২৫৫৯, ৯৪৩৪৩ ৭২৬১১, ৯৯৩২৭৮৫৭৮৫, ৯৯৩২৬ ৬৭৭৭২।

বীরভূম : বীরভূম জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, বিদ্যাসাগর ভবন, পোঃ সিউড়ি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১ ১০১। ফোন৯৭৩৪৩ ৭০৭০১, ৮৯৪৪৮২৫৬০৪।

বর্ধমান : বর্ধমান জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, নেতাজি কবন, কাছারি রোড, পোঃ ও জেলা : বর্ধমান, পিন– ৭১৩ ১০১। ফোন: (০৩৪২) ২৬৬২৩৭১, ২৬৬২৩৭২।

শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সাংসদ, হাকিমপাড়া, ৫২ রাসবিহারী সরণি, পোঃ শিলিগুড়ি, জেলা : দার্জিলিং, পিন–৭৩৪ ৪০১। ফোন : (০৩৫৩)২৫৩৬১৪৭।

জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, নূর মঞ্জিল ভবন, ডিবিসি রোড, পোঃ ও জেলা : জলপাইগুড়ি, পিন –৭৩৫ ১০১।ফোন:(০৩৫৬১)২৩২০৩৫, ২২৮৮৩৯।

কোচবিহার : কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, পোঃ ও জেলা : কোচবিহার, পিন–৭৩৬ ১০১। ফোন : (০৩৫৮২)২২৪৪২।

আলিপুরদুয়ার : আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, দামোদর দেবনাথ সরণি, মারোয়াড়ি পট্টি, আলিপুরদুয়ার ৭৩৬ ১২১। ফোন : ৯৮৮৩৩৮৬০৮৪, ৯৮৩২৬১৬৩৫০।

উত্তর দিনাজপুর : উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, কর্ণজোড়া, পোঃ রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন–৭৩৩ ১৩০। ফোন : (০৩৫২৩)২৪৬২৫১, ৭০৭৬৭ ৪৪৭০৫, ৭০৭৬৯ ২৬৩৮৯।

দক্ষিণ দিনাজপুর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, বেলতলা পার্ক, পোঃ বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন–৭৩৩ ১০৩। ফোন : (০৩৫২৩)২৪৬২৩১।

হুগলি : হুগলি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, পঞ্চুটুলি রোড, পিপুলপাতি, জেলা : হুগলি, পিন–৭১২ ১০৩। ফোন : (০৩৩)২৬৮০ ৬০২১।

হাওড়া : হাওড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, শিক্ষা ভবন, ১৮, নিত্যধন মুখার্জি রোড, জেলা : হাওড়া, পিন ৭১১ ১০১। ফোন : (০৩৩) ২৬৪১ ৪৫৬৭।

কলকাতা : কলকাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, শিক্ষা ভবন, ২৭এ বোসপুকুর রোড, চতুর্থ তল, কলকাতা ৭০০ ০৪২। ফোন : ৯০৬২০ ৬২৮৮৫, ৯৮৮৩২ ৮০৫৭৫।

মালদা : মালদা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, অতুলচন্দ্র মার্কেট, পোঃ ও জেলা : মালদা, পিন– ৭৩২ ১০১। ফোন : (০৩৫১২)২৫৮৫৩৫, ৭৬০২৩ ৪০৫৬৯।

মুর্শিদাবাদ : মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, পঞ্চানন তলা, পোঃ বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন–৭৪২ ১০১। ফোন : ৯৪৭৪৩ ২১১৬২, ৯৫৯৩৫ ৩১৫১৪।

নদিয়া : নদিয়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, বর্ণপরিচয় ভবন, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, পিন – ৭৪১ ১০১। ফোন : (০৩৪৭২) ২৫২৮৫২।

উত্তর ২৪ পরগনা : উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, ৯৭/৯৭এ কে এন সি রোড, বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০ ১২৪। ফোন : (০৩৩) ২৫৫২–০০১১, ২৫৫২–০০১২।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, ১৯ বি, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা–৭০০ ০১৯। ফোন : (০৩৩)২৪৬১ ১৭৫৩, ২৪৬১ ০৭৮০।

পশ্চিম মেদিনীপুর : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, রবীন্দ্রনগর, পোঃ ও জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১ ১০১। ফোন : (০৩২২২)২৭৫৬৭০, ২৭৫৪৮০।

পূর্ব মেদিনীপুর : পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, সালগেছিয়া (তমলুক রেলস্টেশনের কাছে), পোঃ তমলুক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১ ৬৩৬। ফোন : (০৩২২৮) ২৬৩১১৬, ২৬৩১১৭।

কাজের খবর

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বিতরণ নিগমে ৫০ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার

গেট–২০১৬ পরীক্ষায় সফল হয়ে থাকতে হবে

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স (কম্বাইন্ড)–এ ৪ বছরের বিই বা বিটেক বা বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং) অথবা ফিজিক্সে বিএসসি, সঙ্গে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩ বছরের বিটেক। সেইসঙ্গে প্রতিক্ষেত্রেই ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইই) বিষয়ে গেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

বয়স : ১–১–২০১৫ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ও বিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। **বেতনক্রম :** ১৫,৬০০–৩৯,১০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই করা হবে গেট–২০১৬ পরীক্ষার বৈধ স্কোরকার্ডের নম্বরের ভিত্তিতে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbsedcl.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১৭ ডিসেম্বরের পর থেকে। উল্লেখ্য, গেট–২০১৬ পরীক্ষার জন্য অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১ অক্টোবর পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.gate.iisc.ernet.in পরীক্ষা হবে ৩০ জানুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। গেট–এর জন্য অনলাইন দরখাস্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বিতরণ নিগমের জন্য অনলাইন দরখাস্তের সময় এই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের প্রয়োজন হবে। মনে রাখবেন, গেট–২০১৬ পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড না পাওয়া পর্যন্ত দরখাস্ত করা যাবে না। অ্যাডমিট কার্ড ১৭ ডিসেম্বর থেকে ডাউনলোড করা যাবে। বিস্তারিত জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

মিডিয়া স্টাডিজের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা

মিডিয়া স্টাডিজের (ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। পাস গ্র্যাজুয়েট এবং ভোকেশনাল শশখার গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদনের যোগ্য। যাঁরা স্নাতক কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন।

আসনসংখ্যা ৫৫টি। এর মধ্যে ৩৫টি আসনে ভর্তি নেওয়া হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। স্নাতকস্তরে পাস বা জেনারেল বা অনার্স বা ভোকেশনাল বিষয় হিসেবে জার্নালিজম ও মাস কমিউনিকেশন বা ফিল্ম স্টাডিজ বা ভিডিওগ্রাফি পড়েছেন এরকম ছাত্রছাত্রীদের জন্য ২০টি আসন সংরক্ষিত হবে। এই ২০টি আসনের জন্য প্রার্থী বাছাই করা হবে শুধু ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষার মাধ্যম ইংরেজি। অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। প্রধানত সাধারণ জ্ঞান, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, রিজনিং, সিনেমা, সংস্কৃতি, অডিও ভিশ্যুয়াল মাধ্যম এবং ভাষা বিষয়ক প্রশ্ন আসবে। লিখিত পরীক্ষা ৭ নভেম্বর। ২০টি সংরক্ষিত আসনের জন্য মৌখিক পরীক্ষা হবে ১৭ নভেম্বর। লিখিত পরীক্ষা দেড়ঘন্টার। পরীক্ষা শুরু হবে বেলা সাড়ে ১০টায়। মৌখিক পরীক্ষা বেলা সাড়ে ১১টা থেকে। উভয়ক্ষেত্রেই পরীক্ষাকেন্দ্র : ঋত্বিক হল, হার্ডিঞ্জ বিল্ডিং, পঞ্চম তল, কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে আসন সংরক্ষিত থাকবে। এই কোর্সে ভর্তি ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্দ্ধসীমা নেই।

ফি ১২,০০০ টাকা। ভর্তির সময় ক্রসড ডিমান্ড ড্রাফট বা ব্যাঙ্কার'স চেকের মাধ্যমে পুরো কোর্স ফি জমা দিতে হবে। লাইব্রেরি ফি ও পরীক্ষার ফি এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদন করতে হবে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করতে হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাঙ্ক চালানের মাধ্যমে দিতে হবে ২৫০ টাকা। ফি জমা দেওয়ার পর চালানের রিসিপ্ট–সহ পূরণ করা দরখাস্ত ৩০ অক্টোবরের মধ্যে জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় : ডিপার্টমেন্ট অব জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন, হার্ডিঞ্জ বিল্ডিং (সেকেন্ড ফ্লোর), কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস, কলকাতা–৭০০ ০৭৩।

পরীক্ষার ফলাফল ১৯ নভেম্বর বিভাগীয় নোটিশবোর্ডে দিয়ে দেওয়া হবে। ক্লাস শুরু হবে ২৭ নভেম্বর। বিস্তারিত জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ভারতে চারটি পরিবার পিছু একজন ক্যানসার আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংঘের বাওয়ালীতে অবস্থিত জেলা ভবনে ক্যানসার ও থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে সচেতনা শিবিরের আলোচনায় সভায় বিশিষ্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ আশিস মুখোপাধ্যায়ের গলায় ঝরে পড়ল উদ্বেগ আর আশংকার সুর। ভারতে বর্তমানে প্রতি চারটি পরিবার পিছু একজন করে ক্যানসার আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়। এখনও যদি এই সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা না যায় তাহলে আর কিছুদিনের মধ্যে মহামারীর আকার নেমে। ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে মেয়েদের স্তন আর জরায়ু ক্যানসার বেশি। এর অন্যতম কারণ হল আধুনিক মেয়েরা বক্ষ সৌন্দর্য বজায় রাখার অজুহাতে শিশুদের স্তন্যপান করাতে চান না। মায়ের উদ্দেশ্য বলেন যে অন্তত ছমাস শিশুকে যদি স্তন্য দুগ্ধ পান করান তাহলে স্তন ক্যানসারের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। তিনি আরও বলেন যে মা হবার উপযুক্ত বয়স হল ২৩–৩০ এর মধ্যে। এর আগে অথবা পরে গর্ভধারণে জরায়ু ক্যানসারের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আবার প্রথম পর্যায়ে যদি ক্যানসার ধরা পড়ে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে ক্যানসার সারানো সম্ভব। বর্তমানে পুরুষদের ধূমপান কিছুটা কমলেও গুঠখা এবং বিভিন্ন ধরনের পান মশলার ব্যবহার এতোই বেড়েছে যে মুখের ক্যানসারের হারও বেড়ে গিয়েছে। সমষ্টিগতভাবে এর বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে হবে।

থ্যালাসেমিয়ার কোনও চিকিৎসা নেই। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক পুরুষ ও নারীর মধ্যে যাতে বিবাহ না হয় তার জন্য বিবাহের পূর্বে রক্ত পরীক্ষা করা যে আবশ্যক সেই সচেতনতা আমাদের সমাজে এখনও আসেনি। অনেক সময় পরিস্থিতির শিকার হয়ে থ্যালাসেমিয়া বাহকরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতিতে গর্ভস্থ ভ্রূণের স্টেমসেল পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় যে সন্তান থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত হবে তাহলে সে ক্ষেত্রে এ্যারোরন বদল করে প্রাণ নষ্ট করে দেওয়া উচিত। ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই পরীক্ষা করতে হয়।

উক্ত আলোচনা সভার পূর্বে সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হয় বিনামূল্যে ক্যানসার ও থ্যালাসেমিয়া সনাক্তকরণ শিবির। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংঘ এবং মানবদরদী 'পলি আচার্যের স্মৃতিতে গঠিত ''স্নেহ'' নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এই শিবির আয়োজন করা হয়। রোগ সনাক্ত শিবির পরিচালনার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় বহন করছে 'নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ক্যানসার রিসার্চ ইনস্টিটিউট।' দক্ষিণ ২৪ পরগনার জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের পুরোধা পুরুষ প্রয়াত সমর মণ্ডলের স্মরণে এই রোগ নির্ণয় ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৩০ জন ক্যানসার আক্রান্ত ও ৭০ জন থ্যালাসেমিয়া রোগী শিবির দেখাতে আসেন। সংঘের অধ্যক্ষ মোহন সাঁধুখা বলেন যে আরও বেশি মানুষের অংশগ্রহণ আশা করেছিলাম। মানুষ সচেতন নয় তাই এই হাল। কিন্তু আমাদের হতাশ হলে চলবে না। সেমিনারে বিশিষ্ট গুণী জনের সাথে উপস্থিত ছিলেন মুচিশা লক্ষ্মীবালা দত্ত গ্রামীণ হাসপাতালের প্রাক্তন বিএসওএইচ ডাঃ অনুভা কয়াল, এবং জেলার স্বাস্থ্যকর্মী তরুণ রায় প্রমুখ।

পুজোর মুখে টোটো চলাচলে অনিশ্চয়তা, অসংখ্য মানুষের কর্মহীন হয়ে পড়ার আশংকা

নিজস্ব সংবাদদাতা: সম্প্রতি আদালতের রায়ে বিপাকে পড়েছে টোটো চালকেরা। সঠিক কাগজপত্র ও লাইসেন্স দেখাতে না পারলে টোটো চালানোর অনুমতি দেওয়া হবে না এমনটা জানার পর অনেক টোটো চালকদের মাথায় হাত। টোটো প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ দূষণ মুক্ত একটি যান। এক ধরনের ইকো রিক্সা বা পরিবেশ বান্ধব রিক্সা বলা যেতে পারে। চুঁচুড়া, চন্দননগর, বৈদ্যবাটি, ভদ্রেশ্বর সহ গোটা হুগলি জেলাতে এই টোটো গাড়ি ছেয়ে গিয়েছে। টোটো চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীদের কাছে খুব অল্পদিনেই তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইকো রিক্সা হলেও এই গাড়িতে দু জনের পরিবর্তে প্রায় চার–পাঁচ জনকে নেওয়া যেতে পারে। এর পাশাপাশি বাড়ির সামনে, গলির ভেতরে বা মেন রাস্তায় সর্বত্র টোটো পাওয়া যায়। তাই যাত্রীদের কাছে অন্যান্য যানবাহনের তুলনায় এর জনপ্রিয়তাও অনেক বেশি। কিন্তু আদালতের সাম্প্রতিক রায়ে এই পুজোর মুখে টোটো চালকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। চুঁচুড়াতে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক টোটো চালক জানান, প্রায় দেড়শতাধিক টোটো এখানে রয়েছে। কেউ সরাসরি টাকা দিয়ে কেউ আবার সুদে ঋণ নিয়ে টোটো কিনে চালাচ্ছ।

একটি টোটো কিনতে খরচা হচ্ছে প্রায় ১,১৫,০০০ টাকা। কেউ আবার ৩০% সুদে ঋণ নিয়ে এই টোটো কিনছে। এর সঙ্গে গাড়িতে চার্জ দেওয়ার জন্য ব্যাটারির চার্জার লাগে। একটি চার্জারের দাম প্রায় ৪,৮০০

টাকা। ব্যাটারিতে চার্জ দিলে সারাদিনে ৫–৬ ঘন্টা পর্যন্ত গাড়ি চলে। একটি টোটো দিনে প্রায় ৬০ কি.মি. পর্যন্ত যাতায়াতের অনুমতি আছে। গত বছর নভেম্বরে টোটো গাড়ি কেনার সময় রোড ট্যাক্স বা পথ কর হিসেবে প্রায় ১,১০০ টাকা দিতে হয়েছে টোটো চালকদের। পরে তা কমিয়ে ৫০০–৬০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগে টোটো চালিয়ে দৈনিক ৫০০–৬০০ টাকা আয় হত।

কিন্তু এখন প্রশাসন কড়া মনোভাব নেওয়ায় আর্থিক রোজগার অনেকটাই কমে গেছে এমনটাই মত অনেক টোটো চালকের। পুজোর মুখে এমন ঘটনায় অনেক টোটো চালকদের পরিবার আর্থিক অনিশ্চয়তার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। টোটো চালকদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যাদের টোটো চালানোই একমাত্র পেশা। কিন্তু এই পেশা যদি উঠে যায় তাহলে বিকল্প আয়ের কি পথ খোলা আছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গত ২৯ সেপ্টেম্বর একটি মিটিং হয় চুঁচুড়াতে। সেখানে প্রায় ১৫২ জন টোটো চালক উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে টোটো চালকদের তালডাঙা থেকে কামারপাড়া, মাঠের ধার হয়ে ঘড়ির মোড়ে সরাসরি যাওয়ার পরিবর্তে গঙ্গার ধার হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মেন রাস্তায় টোটো চলাচলের ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই টোটো চলাচল নিয়ে সম্প্রতি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বাস ও অটো চালকদের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় টোটো চালকদের। এর খেসারত দিতে হয় সাধারণ নিত্য যাত্রীদের। চুঁচুড়ার এক টোটো চালক আক্ষেপের সঙ্গে জানায় সকাল নয়টার আগে ও রাত নয়টার পর টোটো চলাচলে ছাড় আছে।

কিন্তু রাত নয়টার পর কোন যাত্রী টোটোতে উঠবে? এই সমগ্র বিষয়ে হুগলি জেলা আইএনটিটিইউসি –র সঙ্গে যোগাযোগ করলে বলা হয় আদালত গোটা বিষয়টিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করুক। টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি টোটো চালকদের বৈধ লাইসেন্স দেওয়া হোক। কারন এই পেশার সঙ্গে অগুনতি মানুষের রুজি–রোজগার জড়িয়ে আছে। তাই তারা যাতে তাদের আর্থিক সংস্থান না হারায় সেই বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

সুন্দরবনের গোলকুঠির দুর্গাপুজোয় মহেঞ্জোদারো–হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং

এক বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় পৌঁছে সুন্দরবনের গ্রামের পুজোর চরিত্র কিছুটা বদলে গিয়েছে। সাতের বা আটের দশকের মতো সুন্দরবনের হ্যাজাকের আলোয় আজ আর পুজো হয় না। এখন পুজো হলে আসে জেনারেটরের আলো। আসলে আধুনিকতার ছোঁওয়া লেগেছে সুন্দরবনের গ্রামগুলিতে। এমনকি শহরের অন্যান্য বড় পুজোগুলির সঙ্গে সমান তালে টেক্কা দিতে তৈরি হয়েছে সুন্দরবনের একাধিক পুজো কমিটি। ইতিমধ্যে ক্যানিং গোলকুঠি মিলনী এবার ভারতের সিন্ধু নদের তীরে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো দুটি স্থানের প্রথম সভ্যতার নিদর্শনকে পুজোর থিম হিসাবে ফুটিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পুজোর দায়িত্বে পুরুষরা থাকলেও দেখভাল করেন এলাকার মহিলারাই। ১৫৩ বছরের এই পুজোকে ঘিরে সুন্দরবনের ক্যানিং এলাকায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

সুন্দরবনের ক্যানিং–১ নম্বর ব্লকের মাতলা–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলকুঠি পাড়া অন্তর্গত এই গোলকুঠি মিলনীর পুজো। ১৮৬২ সাল থেকে শাস্ত্রীয় রীতিনীতি মেনেই এই দুর্গাপুজো চলে আসছে। প্রথমে এক কাঠামোয় পুজো শুরু হয়েছে। এবার ১৫৩ বছর পূর্তিতে অন্নপূর্ণা রূপে মা দুর্গাকে মন্ডপে শক্তিরূপীনি দশভূজা হিসাবে দেখানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার সামাজিক জীবনের সঙ্গে বর্তমানকে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী রাজ প্রামাণিক। প্রায় জনা ত্রিশ

কর্মী নিয়ে বাঁশ, বাটাম কাপড় নিয়ে চলছে মন্ডপ তৈরির রাজসূয়যজ্ঞ। রাজ প্রামাণিক জানান আমাদের ভারতে ও সিন্ধুনদের তীরে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো বলে দু'টি স্থানে প্রথম সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্তমানে এ দুটি স্থান পাকিস্তানে। সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদারো এবং পাঞ্জাবের মন্টোগোমারি জেলায় ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। আজ থেকে পাঁচ ছয় হাজার বছর আগে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই সভ্যতাকে সিন্ধু সভ্যতা বলে। শিল্পী রাজ প্রামাণিক আরও জানান হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার যে নগর নির্মাণ, ভবন নির্মাণ, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক জীবন, ধর্মীয় জীবন কলাকৌশল, যাতায়াতের সঙ্গে বর্তমান আধুনিক সুন্দরবনের সভ্যতার মেল বন্ধন দেখানো হচ্ছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় স্ত্রী–পুরুষ উভয়েই গয়না পরত। স্ত্রী লোকেরা হার, চুড়ি ও সুতি বস্ত্র পরত। কাঁধের উপর শাল বা চাদর রাখত। মাটির বাসন, হাতির দাঁত, হাড় ও পশুর শিং দিয়ে খেলনা তৈরি হত। লোকে পাশা খেলত। কুঠার, বল্লম, গদা ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। কেশচর্যার জন্য চিরুনী ছিল। বাড়িতে স্নানাগার ও শৌচালয় ছিল। ওজন ও মাপের বাটখারা ছিল। শিব, পাথর, গাছপালা ও জীবজন্তুর পুজো করত এবং শবদেহ জ্বালিয়ে দিত। হেঁটে চলাফেরা করত এবং ঘোড়া ও গরুর গাড়ির প্রচলন ছিল। এই সমস্ত বিষয়গুলি সঙ্গে বর্তমানে আধুনিক সভ্যতার মিশ্রণ ঘটানোর প্রয়াস চলছে এই থিমের মাধ্যমে।

প্রতি বছরের মতো এবারেও এলাকার মহিলারাই এগিয়ে এসেছে এই দুর্গোৎসবকে সার্থক করে তুলতে। পুজোর আয়োজনে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে স্থানীয় বাসিন্দা কাকলী মণ্ডল, মধুমিতা মণ্ডল, স্বপ্না চক্রবর্তী, শুভশ্রী রপ্তান, সোনালী মাইতি, রিকু চৌধুরি, কৈলাসী মণ্ডল, দেবদত্তা মাইতি। তাঁদের কথায়, এই পুজো তাদের এলাকায় একটা ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা এলাকার পরিবেশকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। গোলকুঠি মিলনীর পুজো কমিটির সভাপতি বিকাশ মজুমদার ও সম্পাদক শুভেন্দু মণ্ডল জানান লর্ড ক্যানিং–এর আমল থেকে এই পুজো হয়ে আসছে। এমনকি এই পুজোকে কেন্দ্র করে লর্ড ক্যানিং অ্যান্ড ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির সাহেবরা মেতে উঠতেন পুজোর কটা দিন। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো সভ্যতার পরিবেশ এবং আধুনিক সুন্দরবনের সভ্যতার কৃষ্টি সংস্কৃতি মৃৎশিল্পী দীপঙ্কর পাল দুর্গা প্রতিমার মধ্যে এই দুই সভ্যতার মেলবন্ধন গড়ে তুলেছেন।

কটি দিন থাকছে নানা অনুষ্ঠান। সেখানে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ এবং প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সাহায্য করা হবে। এমনকি এলাকাবাসীকে সচেতন করতে কয়েকশো ফল গাছ বিতরণ করা হবে।

আমন ধান চাষে ক্ষতি অনেকটাই সামলানো গিয়েছে : উপকৃষি অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অতিবৃষ্টিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকই আমন ধান চাষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কারণ সে সময় বীজতলা জলের তলায় চলে গিয়েছিল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর চাষ যোগ্য জমির মধ্যে ২ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় জল নেমে গেলে কৃষকরা আবার নতুন

করে বীজতলা রোপণ করে। এর ফলে ক্ষতি অনেকটাই সামলানো গিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উপকৃষি অধিকর্তা সাগর বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন আমাদের জেলায় আমন ধান চাষে অনেকটাই ক্ষতি সামলানো গিয়েছে। জেলায় শেষ যেন ৬৫ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার জন্য কিছুটা উৎপাদন কমবে। কিন্তু ২ লক্ষ ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে ভাল চাষ হয়েছে।

ইতিমধ্যেই জেলার ২৯টি ব্লকের ৪ লক্ষ ২৫ হাজার চাষিকে ক্ষতিপূরণের চেক দেওয়া শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে খরচ হচ্ছে প্রায় ৩৭১ কোটি টাকা। এ টাকা পেয়ে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক অন্য কৃষি কাজে মন দিয়েছে। সাগর বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, এরপর বোরো ধান চাষের জন্য কৃষকদের বিনামূল্যে বীজধান দেওয়া হবে। জেলায় বোরো ধান চাষ হয় ৪৫.০০০ হেক্টর জমিতে। এছাড়াও পুজোর পর বিভিন্ন ব্লকে কৃষকদের বিনামূল্যে খেসারি, মুগ, সরষে, সূর্যমুখীর বীজ সহ অন্যান্য বীজ দেওয়া হবে।

জেলার কৃষির সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে জেলাশাসক পিবি সেলিমও চিন্তাভাবনা করছেন। জানা গেল এই জেলার সোনামুগ এবং সুন্দরবনের মধুকে বিপনণের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সাহায্য নিতে পারে জেলা প্রশাসন।

মছলন্দপুরে বৃত্তিপ্রদান

অরিন্দম রায়চৌধুরী : সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনার মছলন্দপুর নতুন পল্লির আম্বেদকর শিশু শিক্ষা নিকেতন এফপি স্কুলে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিপ্রদান অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর মছলন্দপুর আম্বেদকর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মোট ১৭ জন ছাত্রছাত্রীকে ৩০০ এবং ৪০০ টাকা করে এই মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট লেখক সুভাষ মল্লিক। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক বাসুদেব মণ্ডল, অনিলকুমার বিশ্বাস, অজিত কুমার গোলদার, গণেশচন্দ্র মণ্ডল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আর পি আই নেতা মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক, গৌরাঙ্গ মজুমদার, অজিত কুমার সরকার প্রমুখ। মঞ্চে উপবিষ্ট এই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আগামী প্রজন্ম হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিতকরণ বিষয়ক বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন স্বপন হালদার ও মীণাক্ষি পাঠক। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন বৃত্তি প্রাপ্ত শিল্পী সরকার ও পঙ্কজ মণ্ডল। অন্যান্য বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা হল, সুচিত্রা বিশ্বাস, সঞ্জয় মণ্ডল, সুপর্ণা বেপারী, স্বরূপ বালা, বিশপ অধিকারী, রূপম মণ্ডল, কমলেশ মণ্ডল, তুহিন বিশ্বাস, প্রদীপ মণ্ডল, শিবু দাস, রুবিনা ইয়াসমিন, গোবিন্দ রায় ও রিঙ্কু রায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের সম্পাদক গণেশ মণ্ডল।

সাগরে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের চেক বিতরণ

অশোক কুমার মণ্ডল, সাগরদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : চতুর্দিকে নদী বেষ্টিত কপিল মুনির লীলা ক্ষেত্র সাগর ব্লকে সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের চেক বিতরণ করা শুরু হয়েছে। সাগর পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি ও সেচ ও সমবায় দফতরের কর্মাধ্যক্ষ অশোক কুমার জানা জানান যে, সাগর ব্লকে ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪২টি মৌজার ৩১ হাজার ৭০০ জন ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের আর্থিক সাহায্যের জন্য সাগর ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা অনুমোদন করেছেন। চাষিদের জন্য প্রায় ১০ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে বিগত ২০শে সেপ্টেম্বর সাগর ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তার অফিসে চেক বিতরণ পর্ব আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হবে। সারা রাজ্যের মধ্যে সাগর ব্লকের চাষিগণ মিঠা পান চাষ করে অর্থকরী ফসল হিসাবে প্রথম স্থানঅধিকার করেছে। সম্প্রতি অতিবৃষ্টির ফলে ধান ও মিঠা পানের চাষ ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পর্ষদের চেয়ারম্যান বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা ও সাগর ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা বিবেকানন্দ বাগ চেক বিতরণে উপস্থিত ছিলেন।

মহানগরে

কলকাতায় ইউএএ চালু হচ্ছে আগামী এপ্রিলে

বরুণ মণ্ডল

২০১০–এর ১৬ জুন শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ফার্স্ট ইনিংসের পূর্বে অর্থাৎ কলকাতা পুরসভার মহানাগরিকের আসনে বসার আগে প্রাক্তন দুই মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও পরবর্তী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য কলকাতায় 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট' (সংক্ষেপে : ইউএএ পদ্ধতি) চালু করার উদ্যোগ নিয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসেন। কিন্তু শোভন চট্টোপাধ্যায় মহানাগরিকের আসনে বসেই তা নিয়ে ফের নাড়াচাড়া শুরু করেন এবং ওই বছরের ৩০ জুলাই 'মিউনিসিপ্যাল ভ্যালুয়েশন কমিটি' কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং সাতরঙা চিহ্নিত বিভিন্ন শ্রেণির ব্লক সংবলিত কলকাতা শহরের এলাকা ভিত্তিক মানচিত্র, সরকারি বিজ্ঞপ্তি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে 'ইউএএ' পদ্ধতি চালু করতে সারা শহরকে ২৯৩টি ব্লক ও মোট ৭টি ক্যাটেগরিতে ('এ' থেকে 'জি') বিভক্ত করার জন্য চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি ২০১১–র অক্টোবরে প্রকাশিত হয়। ২০১২–'১৩–এর পুর বাজেটে সম্পত্তি কর নির্ণয়ে 'ইউএএ' পদ্ধতি চালু করার কথা সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন বর্তমান মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এতো কিছুর পরও অবশ্য 'ইউএএ' পদ্ধতি তখনও চালু হয়নি। আবার গত ১৬ সেপ্টেম্বর পুরসভার সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি 'মেয়র পারিষদ বৈঠকে' মহানাগরিকের ঘোষণা আগামী অর্থবর্ষের শুরুতে, আগামী ১ এপ্রিল থেকে কলকাতা পুর এলাকায় 'ইউএএ' পদ্ধতি চালু হবে। তবে নতুনের পাশাপাশি পুরবাসীর চয়নের কথা ভেবে পুরনো 'অ্যানুয়াল রেটেবল ভ্যালু' (সংক্ষেপে : এআরভি) পদ্ধতিও চালু থাকবে। যে কোনও একটি পদ্ধতিতে করদাতারা প্রপার্টি ট্যাক্স মেটাতে পারবেন। প্রসঙ্গত, কলকাতার মতো এবার রাজ্যের বাকি পুরসভাগুলিতেও প্রপার্টি ট্যাক্স নির্ধারণে 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট' পদ্ধতি চালু করতে চলেছে।

তিন জেলায় 'সাইক্লোন' থেকে মুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর চলতি অর্থবর্ষে ৬৪৯.৯০ কোটি টাকা ব্যয় করে 'ন্যাশনাল রিকস মিটিগেশন প্রজেক্ট (ফেস–২)' চালু করতে চলেছে। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর রাজ্যের প্রধান সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলা তিনটিতে এই প্রজেক্টের অধীনে ১৫০টি 'সাইক্লোন–শেল্টার' নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ, এই তিন জেলায় আগামী সাইক্লোনের আগে ও পরে এখানে বাস করে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারে। এছাড়াও চলতি অর্থবর্ষে 'ইনটিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্টে'র আওতায় থাকা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী ব্লকগুলিতে ৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫টি 'মালটিপারপাশ সাইক্লোন শেল্টার' নির্মাণ কাজ হাতে নিয়েছে।

সিসি টিভি'র বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শহরকে সিসি টিভি (ক্লোজড–সার্কিট টেলিভিশন) ক্যামেরার জালে মুড়ে ফেলা হচ্ছে। 'ইনটেলিজেন্স সারভাইলেন্স সিস্টেমে'র অধীনে কলকাতার ২১৮টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে ৬২৪টি সিসি টিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।

রাজ্যে ৯৮ শতাংশ বিদ্যালয়ে শৌচাগার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের ২০১১–র জুন থেকে এপর্যন্ত ৪১৮টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ১,৬১৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং ৩১৯টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ৮৫,৭৫৮টি অতিরিক্ত ক্লাসরুম নির্মাণ করা হয়েছে। এবং আরও অতুলনীয় সাফল্য হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮৩,৫৮৩টি নতুন শৌচালয় তৈরি করা।

ফলস্বরূপ, বর্তমানে রাজ্যের ৯৮ শতাংশ বিদ্যালয়ে শৌচাগার নির্মাণ সম্পূর্ণ। অন্যদিকে স্বাধীনতার পর থেকে ২০১১ পর্যন্ত রাজ্যে ৩২টি কলেজ ও মাত্র ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। আর গত ২০১২–'১৪ গত তিন বছরে ৪০টি নতুন সরকারি ও সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ স্থাপন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১৮টি কলেজ চালু হয়েছে। এদিকে, শিক্ষা দফতরের অধীনে স্বাধীনতার পর থেকে ২০১২ পর্যন্ত রাজ্যে কেবলমাত্র ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এরই সঙ্গে গত ২ বছর যাবৎ আরও ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। যার মধ্যে ছ'টি রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত আর ৭টি অসরকারি। এতো কিছুর ফলে রাজ্যের 'গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও' ১৭.৬–তে উঠে এসেছে।

এডিবি 'র ফেজ–২

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার অ্যাডেড এরিয়ার যেসব এলাকায় এখনও নিকাশি নালা নির্মাণ হয়নি আগামী দিনে সেইসব এলাকায় এই পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশি নালা অতি শীঘ্র তৈরি হবে। সম্প্রতি কলকাতা পুরসভায় জল সরবরাহ ও নোংরা জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিবি) সাহায্যপ্রাপ্ত 'কলকাতা এনভায়রনমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (কেইআইআইপি)' ফেজ–২ তে ৩,৪২০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। যে সব এলাকায় এখনও পর্যন্ত কোনও নিকাশি নালা নেই সেই সব এলাকায় যত দ্রুত কাজ শেষ করা যায় তার এবিডি যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ৩ অক্টোবর – ৯ অক্টোবর, ২০১৫

প্রতি নির্বাচনে প্রতি বুথে থাকুক সক্রিয় কেন্দ্রবাহিনী

স্বাধীনতার ৭০ বছরেও গণতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ হয়নি। দেশে অসংখ্য নির্বাচন–উপনির্বাচন চলতেই থাকে বছরভর। নির্বাচন কমিশন এই দায়িত্ব পালন করে যায় নানা বিতর্ককে সঙ্গে নিয়েই। পশ্চিমবাংলায় শাসক দলের পরিবর্তন আর পাঁচটা রাজ্যের মতো নয়। এ রাজ্যে ভোট লুঠ আর রক্তপাত বিহার–মধ্যপ্রদেশের থেকে কোনও অংশে কম নয়। যদিও এ নিয়ে বাদ–বিতর্ক কম হয়নি। মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন সময় জড়িয়ে গিয়েছে রাজ্যপালদের নাম। সময় নিয়মে শাসক পাল্টালেও ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে না।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দীর্ঘ দিন বাম শাসনে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিল। শেষের দিকে ভোট লুঠের রাজনীতি অসহ্য হয়ে উঠেছিল বহু বামপন্থী মানুষের কাছে। মমতার ডাকে আর রাজনৈতিক বলিষ্ঠতার কারণে ৩৪ বছরের কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটে। সংসদীয় রাজনীতিতে একটা মাইল স্টোন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে এই ঘটনা।

কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক কর্মীরা বিহার উত্তরপ্রদেশের মতোই ভোট রসায়ন গুলে খেয়েছেন। 'জোর যার মুলুক তার' এই আপ্ত বাক্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেপথ্য চর্চার অন্যতম আলোচ্য। যদিও প্রকাশ্যে সব দলই কম বেশি গণতন্ত্রের প্রতি এবং মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ বলে নিজেদের জাহির করে থাকে। ভোট রাজনীতির ধারাবাহিক ইতিহাসে একের পর এক প্রাণহানি আর ভোট লুঠের কাহিনী সমসাময়িক সংবাদপত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

পুরভোটে বাম আমলে কি ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস কাজ করেছিল তা আজ অতীত হলেও পরম্পরা অক্ষুণ্ণ আছে। বিগত কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে যে সন্ত্রাস ঘটেছিল তা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠেছিল। এমনকী বামমার্গী দলগুলি বাংলা বনধের ডাকও দিয়েছিল। বাস্তব পক্ষে কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষে সম্ভব নয় নিচুতলার উগ্র রাজনৈতিক কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করা। নেতৃত্বের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখেন সব দলেরই কর্মীরা। যদি এক্ষেত্রে শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে থাকে তখন সন্ত্রাস হয়ে ওঠে একপেশে। যারা বাম আমলে ভোট লুঠের কারবারি ছিল তারাই পরিবর্তনের স্রোতে দল বদলালেও স্বভাব বদলাতে পারেনি।

নির্বাচন এলেই শাসক ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে প্রাক সন্ত্রাস নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়ে যায়। আজকের বাংলাও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় নির্বাচন কমিশনকে কতটা কবজা করা যায় কিংবা চাপে রাখা যায় এই নিয়ে এক প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা শুরু হয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রতি আস্থা রেখেই একদা বাংলায় পরিবর্তন এসেছে। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীকে বৈজ্ঞানিক ভাবে কী ভাবে নিষ্ক্রিয় রাখা যায় তার কৌশল রাজনৈতিক মেন্টরদের অজানা নয়। নির্বাচন কমিশন বাধ্য করুক প্রতিটি নির্বাচনে যাতে রাজনৈতিক তরজা না হয় এবং প্রতিটি বুথেই সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী সক্রিয় থাকুক। তাহলে জনগণ আস্থা পাবে আর গণতন্ত্রের জয় হবে।

অমৃত কথা

সাগরে কাছে নদী যতো যায়, ততই জোয়ার ভাঁটা দেখা যায়। ঈশ্বরের কাছে যতই যাওয়া যায়, ততই তাতে মতি হয়।

তাঁকে ডাকার কি প্রয়োজন? 'তিনি শুধু অন্তরের নন–অন্তরে বাইরেও' এটি সাক্ষাৎকার করবার জন্যই তাঁকে ডাকা। সাধন, ভজন, তাঁর নাম গুণকীর্তন এটার জন্যই তাঁকে ভক্তি করা।

মা কালী কত ভাবে লীলা করেন? তিনি নানা ভাবে লীলা করেন।

তিনি মহাকালী, নৃত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী ও নৃত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয়নি, যখন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র কিছুই ছিল না–নিবিড় আঁধার ছিল, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। শ্যামাকালী অনেকটা কোমল ভাব–বরাভয়দায়িনী, গৃহস্থের বাড়িতে তাঁর পুজো হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি হয়, তখন রক্ষাকালীর পুজো করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহার মর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনীর মধ্যে শ্মশানের ওপর থাকেন, তাঁর গণ্ডে রুধিরধারা, গলে মুণ্ডমালা, কটিতে নর হস্তের কোটি বন্ধন।

বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ধড়ফড় করে–তর্ক করে, শেষ হলে চুপ হয়ে যায়। কলসী পূর্ণ হলে, কলসীর জল পুকুরের জল এক হলে, আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ।

যতো লোক দেখি ধর্মকর্ম করে এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, বৈষ্ণব, শাক্ত,শৈব সব পরস্পরে ঝগড়া। এ বুদ্ধি নেই যে, যিনি কৃষ্ণ, তিনিই শিব, তিনিই আদ্যাশক্তি, তিনিই যীশু, তিনিই আল্লা। যেমন এক রাম, কারও বাবা, কারও খুড়ো, কারও পিসে, কারও মামা আরও কতো কি।

বাড়ি তৈরি করতে হলে প্রথমে ভারা বাঁধতে হয়, কিন্তু বাড়ি তৈরি হয়ে গেলে, আর ভারার দরকার থাকে না। মূর্তি পুজোও সেই রকম, প্রথমে দরকার শেষে নিষ্প্রয়োজন।

স্বামী বর্তমানে যে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, সে তো নারী নয়–সাক্ষাৎ ভগবতী।

সংসারে কি ঈশ্বর লাভ হয়? তা হবে না কেন? তবে বিবেক বৈরাগ্য চাই। 'ঈশ্বরই বস্তু'–আর সব অনিত্য, এই দুটি পাকা বোধ চাই। ওপরে ওপরে ভাসলে হবে না– ডুব দেওয়া চাই।

সংসারে থাকবে না তো কোথায় যাবে? আমি দেখছি যেখানে থাকি, রামের অযোধ্যায় আছি। এ জগৎ সংসার রামের অযোধ্যা।

সংসারে কাম, ক্রোধ এই সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, আসক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধ কেল্লা থেকে হলেই সুবিধে। গৃহ থেকে যুদ্ধ ভালো। খাওয়া মেলে, ধর্মপত্নী অনেক রকম সাহায্য করে। কলিতে অন্নগত প্রাণ। অন্নের জন্ম দশ জায়গায় ঘোরার চেয়ে এক জায়গাই ভালো। অন্ন চিন্তা চমৎকারা। / কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।।

সংসার কিছু ঈশ্বর ছাড়া নয়। গুরুর কাছে বেদ পড়ে রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হল, তিনি বললেন, সংসার যদি স্বপ্নবৎ, তবে সংসার ত্যাগ করাই ভালো। দশরথের বড় বয় হল। দশরথ রামকে বোঝাতে গুরু বশিষ্ঠকে পাঠিয়ে দিলেন। বশিষ্ঠ গিয়ে রামকে বললেন, 'তুমি কেন সংসার ত্যাগ করবে? তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও যে, সংসার ঈশ্বর ছাড়া। তুমি আমায় যদি বুঝিয়ে দিতে পার যে, ঈশ্বর থেকে সংসার হয়নি, তা হলে তুমি সংসার ত্যাগ করতে পার।' গুরুর প্রশ্নের রাম কোনও উত্তর দিতে পারলো না।

ভ গবানেতে মন ঠিক রাখবে। পরিবারের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কইবে। দুই একটি সন্তান হবার পর সংসারে ভাই বোনের মতো থাকবে। ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হলে তবে জীব এই কামিনী কাঞ্চনের হাত থেকে মুক্ত হতে পারে।

উপনগরীর মাস্টার প্ল্যান : উলটপুরাণ

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিকল্পিত রাজারহাট

পর্ব ৫

রাজারহাটে নিউটাউন প্রকল্প নির্মাণের জমির কার্যকারিতা পরীক্ষা–নিরীক্ষার আগেই তৎকালীন রাজ্য সরকার জমি লুঠের পরিকল্পনা শুরু করে দেয়। ১৯৯৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সদ্য গ্যাট চুক্তি সাক্ষর করে অর্থনৈতিক উদরীকরণ প্রক্রিয়া বিশ্বায়নের স্বার্থে শুরু করেছে। রাজ্য সরকার স্থাপত্যবিদ বাস্তুকারদের দিয়ে নতুন শহর নির্মাণের পরিকল্পনা করার আগেই জমি অধিগ্রহণ করতে শুরু করে। রাজ্য সরকারের শহর ও নগরোন্নয়ন দফতর এবং আবাসন দফতর ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটিকে না জানিয়ে নতুন শহর গড়ার তোড়জোড় শুরু করে দেয়। অথচ রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কেএমডিএ শহর নগর নির্মাণের যাবতীয় অনুসন্ধান করে থাকে। সেজন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক কেএমডিএকে অতীতে আর্থিক সাহায্য করে।

বাস্তবে দেখা গেল রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার আগে ভাগে জমি লুঠ করে শহর নির্মাণের জন্য খড়্গপুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটিরইঞ্জিনিয়ারবিশেষজ্ঞদের যুক্ত করে টেকনিক্যাল কমিটি গড়ে তোলে। বামফ্রন্ট সরকারের অভিসন্ধি ছিল কৃষি জমি দখল এবং তাদের কাজে কোনও প্রকার বাধা বিপত্তি যাতে দেখা না যায় তার জন্য জমির বর্গাদারদের আগে উচ্ছেদ করো। পরে উপনগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা যাবে। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি নিউ টাউন প্রকল্পের যে রিপোর্ট দেয় তাতে শহর গড়ে তোলার কতকগুলি বিষয়ে ওপর আলোকপাত করে। প্রথমত কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকার সীমারেখার বাইরে নিউটাউন গড়ে তোলা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত নিউটাউনের ভবিষ্যত উন্নতি ও সফলতা। তৃতীয়ত প্রকল্প সম্পর্কে ধারণাগত স্বচ্ছতা। চতুর্থত শহর নির্মাণের কৌশলগত দিক। নিউটাউন প্রকল্প নির্মাণের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছেন তা সর্বাংশে আবাসন দফতর ও হিডকো মেনে নেয়নি। এই রিপোর্টে বলা হয় যে কলকাতার কেন্দ্রস্থলে যেভাবে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় যেভাবে বাস্তু গড়ে উঠেছে তারফলে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে। হাবড়া এবং কলকাতায় গঙ্গা নদীর দুধারে জনবসতি বৃদ্ধি পাওয়ায় নদী যেমন দূষিত হয়েছে তেমনি জলাভূমি নষ্ট হয়েছে। কলকাতা নগরীর কাছে নতুন শহর সমাজে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল ও অনগ্রসরদের বাসস্থানের সংকুলান করার জন্য প্রয়োজন। নিউ টাউন গড়ে উঠলে কলকাতায় যত্রতত্র ফাঁকা জায়গায় দখল করে বসবাস বন্ধ হবে। কলকাতা শহরের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল নিকাশি ব্যবস্থা। নিউটাউনে জনসংখ্যা স্থানান্তরিত হলে নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা অনেকটাই সমাধান হবে। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ ছিল, নিউটাউন প্রকল্প এমনভাবে রূপায়িত করতে হবে যাতে 'পরিবেশ–বান্ধব' শহর বসবাসের উপযোগী হয়। নয়া কর্মসংস্থান–সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নতি শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসারের লক্ষ্য দিয়ে সুষ্ঠ নাগরিক জীবন বিকাশের মধ্য দিয়ে মানবিক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের উন্নতি হবে।

কলকাতা শহরের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল নিকাশি ব্যবস্থা। নিউটাউনে জনসংখ্যা স্থানান্তরিত হলে নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা অনেকটাই সমাধান হবে। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ ছিল, নিউটাউন প্রকল্প এমনভাবে রূপায়িত করতে হবে যাতে 'পরিবেশ–বান্ধব' শহর বসবাসের উপযোগী হয়। নয়া কর্মসংস্থান–সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নতি শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসারের লক্ষ্য দিয়ে সুষ্ঠ নাগরিক জীবন বিকাশের মধ্য দিয়ে মানবিক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের উন্নতি হবে।

এই রিপোর্টে কমিটির যুক্তি ছিল রাজারহাটের বিপুল পরিমাণ অনাবাদী জমি পড়ে রয়েছে সেই জমিকে প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ব্যবহার করা হোক। এই প্রকল্পের দ্বারা নয়া শিল্প ও অর্থনীতির বিকাশে কলকাতা নিউটাউন রাজারহাট শহর নির্মাণের যৌক্তিকতা হল, বিমানবন্দরের কাছাকাছি শহর গড়ে উঠলে কর্ম ও বাণিজ্যগত ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে। বিশ্বায়নের অর্থনীতিতে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক মানচিত্রর পরিবর্তন হবে। ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের ফলে রাজ্যে যে কর্মসংস্কৃতির সুনাম বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি নষ্ট করেছে, সেই অপবাদ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। তবে কমিটি রিপোর্টে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে কোনভাবেই ফসলি জমি বা জলাজমি প্রকল্প এলাকার সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না। পরিত্যক্ত কম ফসলি জমিকে প্রকল্পের স্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। ভাঙর মেগাসিটির সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতে প্রতিবেশি দেশ নেপাল, ভূটান–বাংলাদেশের অর্থনৈতিক। যোগাযোগ সম্ভবপর হবে। আঞ্চলিক পর্যায়ে কমিউনিটি উন্নয়নের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারবে কলকাতা মেগাসিটি। যদিও ভারতের ভৌগোলিক অর্থনীতিতে অঞ্চল ধারণাকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেনি বিশেষজ্ঞ কমিটি।

রাজারহাট নিউটাউন উপনগরীর জন্য জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা যে করা হয়েছিল, তাতে জমির জরিপ ও পরিকল্পনায় ৪৭.৬% খোলা জায়গা রাখার কথা বলা হয়। সবুজ বীথি এবং জলাশয়গুলি সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়। ৮% জমি চওড়া রাস্তা এবং এক্সপ্রেসওয়ে এবং রেলপথ বসানো, মাত্র ৫.৫% জমি বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহারের অনুমতি স্থাপত্যবিদরা দিয়েছিল। শিল্প গড়ে তোলার জন্য ৭% জমি আবাসন নির্মাণের জন্য ৩০.৫% নির্ধারণ করা হয়। ১% জমি আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র–শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ করা হয়। আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে বলা হয় ৪০০ বর্গমিটার ফ্ল্যাট ৩ হাজার নির্মাণ করা হবে নিম্নবিত্তদের বাসস্থানের সুযোগ করে দেবার জন্য। ১ লক্ষ ফ্ল্যাট উচ্চ আয় এবং মধ্যবিত্তদের থাকার বন্দোবস্ত করা হবে। বাগজোলা খালের দুই ধারে গাছপালা দিয়ে সাজিয়ে পার্ক তৈরি হবে।

উপনগরী নির্মাণের বিপুল খরচাখরচের অর্থ কোথা থেকে আসবে? মাস্টার প্ল্যানে অর্থ যোগানের উৎস সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। হিডকো নতুন শহরের জন্য অর্থ খরচের যে হিসাবে দিয়েছিল, ৩৫ বিলিয়ন অর্থ জমি বিক্রি থেকে, ১০০ বিলিয়ন বাণিজ্যিক স্বার্থে বিনিয়োগের মাধ্যমে আসবে। ১৯৯৫ সালে জমির দর ১ লক্ষ প্রতি কাটা, জলাজমি ভরাটের জন্য ২,৪১৪ বিলিয়ন এবং জমি অধিগ্রহণের জন্য ৪,১২৫ বিলিয়ন, সব মিলিয়ে ১৩৫.২৩ বিলিয়ন খরচের আনুমানিক হিসাব দেওয়া হয়।

ঘটনাস্থলে বিশিষ্ট বাস্তুকার স্থাপত্যবিদরা তাদের রিপোর্টে স্থানীয় জনগণকে ভবিষ্যত নিয়ে মাথা ঘামায় নি। তারা দেশের শিক্ষিত মান্যিগন্যি ব্যক্তি রাজারহাট–নিউটাউনের গরীব মানুষ মরুক–বাঁচুক, 'ওদের কথায় কি এসে যায়? তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র বহুজাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র শপিং মল গড়ে উঠলে তো পুঁজিবাদকে পশ্চিমবঙ্গ আগমার্কা মার্কসবাদীদের ভাবনায় গড়ে তোলা যাবে! এই বিশিষ্টজনেরা তাদের মাস্টার প্ল্যান বিক্রি করে পয়সা কামিয়েছে এমনকি বহুতলে সুসজ্জিত ফ্যাটও হয়ত জুটে গিয়েছে। এই মাস্টার প্ল্যান নির্মাতাদের ভূমিকা নিয়ে বেশি শব্দ খরচ করার প্রয়োজন নেই। কারণ রাজারহাট ভাঙরের কৃষিজমি জলাশয় ধ্বংস স্থানীয় মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে পেটে লাথি মেরেছে তো রাজ্য সরকার। রাজ্যের কৃষি মানচিত্র থেকে রাজারহাট হারিয়ে গিয়েছে। ১৯৯৫–২০১৫ দীর্ঘ ২০ বছর ধরে নিউটাউন গড়ে তোলার কাজ দ্রুততার সঙ্গে চলছে। দেশি বিদেশি নানা নির্মাণ সংস্থা আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে নগরায়ণের কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সাত্রাগাছির হারান মণ্ডল বা আবদুল মিঞারা যদি তাদের ধানক্ষেত বা একতলার পাকাবাড়ি খুঁজতে যায় দেখবে মসৃণ ঝাঁ চকচকে রাস্তা। বেসরকারি মালিকানাধীন বহুতল আবাসন। অত্যাধুনিক হোটেল, রিসর্ট বার কাম রেস্তোরা, হাসপাতাল ধনী–উচ্চবিত্তদের বিনোদনের সম্ভার। আধুনিক শহর সভ্যতার নিদর্শন এই অট্টালিকার মাটিতে চাপা পড়ে আছে কৃষকের মৃতদেহ। নির্মাণ সংস্থার সুপারিতে, যা নিজেদের রক্ত বিন্দু দিয়ে জমিকে রক্ষা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল তাদের খুন করা হয়েছে। বামফ্রন্ট এই মস্তানরাজ কায়েম করেছিল।

৫০–এর বেশি কৃষিজীবী মানুষ রাজারহাট–ভাঙরের জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে সিপিএম এবং সরকারি সন্ত্রাসের বলি হয়েছে তাদের নাম তুলে ধরলাম। অবশ্য অনেক নাম পাওয়া যায় নি। যাদের হত্যা করে মাটির তলায় পুঁতে দেওয়া হয়েছে। তথাপি ১৩ জনের নাম উল্লেখ করলাম : (১) সাধু সর্দার (২) অরবিন্দ মণ্ডল (৩) পবন মণ্ডল (৪) প্রবোধ সর্দার (৫) সুবীর মণ্ডল (৬) গণেশ মণ্ডল (৭) অরুণ মণ্ডল (৮) কমল পাত্র (৯) কাবু মণ্ডল (১০) স্বপন মণ্ডল (১১) তনু নেয় (১২) শ্যামল নস্কর (১৩) বাসুদেব নস্কর।

একটি ঐতিহাসিক সম্পাদকীয়–র অনুসরণে এই লেখার ইতি টানছি। ১৯৫৭ সাল। ২ পয়সার ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বামপন্থীদের আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে কয়েকজনের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সেই সময় দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, পুলিশের এই অত্যাচার ব্রিটিশ জারজ সন্তানদের লজ্জা দেয়। উপনগরী গড়তে গিয়ে আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব সিপিএম সরকারের পুলিশ লুম্পেনের হাতে গণহত্যার রক্তের দাগকে ভাষায় সমালোচনা নয়। মনের ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে থাকা।

এবার মোদির পালা, কোনও অজুহাত শুনতে নারাজ দেশবাসী

নির্মল গোস্বামী

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু শুধুমাত্র একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী নন। তিনি স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেছিলেন। তিনি আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক তৈরি করেছিলেন। এই সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব, অর্থ সচিব, প্রচার সচিব সব ছিল। নেতাজি ছিলেন আজাদ হিন্দ সরকারের প্রেসিডেন্ট ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক। সেই যুদ্ধের সময় ৬টি দেশ আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সেই সব দেশে আজাদ হিন্দ সরকারের দূতাবাস ছিল। এই রকম একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের স্বাধীন সরকারের প্রেসিডেন্টের দুর্ঘটনায় যদি মৃত্যু হয় তবে কি তাই নিয়ে কোনও গোপনীয়তার প্রয়োজন পড়ে? দুর্ঘটনায় মৃত্যুর উপর কারও হাত নেই। ফলে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ভারতে পৌঁছালে এদেশে গন্ডগোল হবে এমন তো কথা নেই। উল্টে ভারতবাসী তাদের প্রিয় নেতার মৃত্যু হয়েছে জেনে শোকে মুহ্যমান হয়ে হতোদ্যম হবে। এবং স্বাধীনতা আন্দোলনও বিলম্বিত হবার কথা। তাহলে কেন সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীকে জানানো হয়নি? ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট। জাপান আত্মসমর্পণ করেছে। ইংরেজরা তাদের চিরশত্রু নেতাজিকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। সেই রকম সময়ে যদি জাপান নেতাজির শবদেহ ইংরেজদের হাতে তুলে দিত তাহলে ব্রিটিশ সরকার জাপানকে পুরস্কৃত করত। মৃত নেতাজির থেকে জাপানের কোনও প্রাপ্তি ছিল কি? তা যদি না থাকে তাহলে কেন মৃতদেহ ইংরেজ সরকার অথবা ভারতে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিল না, তাতে কি বাধা ছিল? আজাদ হিন্দ সরকারের পদাধিকারীরা কি ভারতবাসীর কাছে নেতাজির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি তা জানতো না? তাহলে তারাই বা কেন মৃত নেতাজিকে নিয়ে এতো ঢাক ঢাক গুড়গুড় কান্ড করবে? এছাড়াও জাপানের উচিৎ ছিল না কি একজন রাষ্ট্রনায়কের অন্তেষ্টি ক্রিয়া রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় করা। বার্লিনে যদি নেতাজির স্ত্রী থাকতেন তাহলে তাঁর হাতেও তো মৃতদেহ তুলে দেওয়া উচিত ছিল – তা কেন করলেন না জাপান এবং আজাদ হিন্দ সরকারের পদাধিকারীরা? আর একটা বিষয় থাকতে পারে যদি জাপান এবং নেতাজির সহযোদ্ধারা মনে করে থাকেন যে নেতাজির কোনও রকম খবর প্রকাশ না করে ব্রিটিশ সরকারকে উদ্বেগের মধ্যে রাখা, তাহলে মৃত্যু সংবাদটাই বা প্রকাশ করল কেন? যদি নেতাজি সত্যিই মারা গিয়ে থাকেন আর এই খবর যদি প্রচারিত না হতো তবে ব্রিটিশরা পাগলা কুকুরের মতো খুঁজে বেড়াত শত বৎসর ধরে। সেটাই ব্রিটিশকে এবং ভারতের তৎকালীন কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর লোকজনকে উদ্বেগে আর উৎকণ্ঠায় রাখা সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা হত না কি? তাহলে স্বাধীন ভারতের শাসকরা ৭০ বছরে তিনটে কেন, ৩০টা কমিশন বানিয়ে নেতাজিকে খোঁজার চেষ্টা করত। শুধু শৈলমারীর সারদানন্দ এবং অযোধ্যার গুমনামী বাবা নয় আরও অনেক সাধুদের ধরে এনে জেলে পুরে তার সত্য পরিচয় জানতে চেষ্টা করত সরকার। আজকে যে সত্য দেশবাসীকে জানালে বৈদেশিক সম্পর্ক খারাপ হবার ছেঁদো যুক্তি খাড়া করছে তখন নেতাজির শেষ পরিণতি জানাটা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করত ভারত সরকার। কারণ তার সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্কের প্রশ্ন জড়িত বলে প্রচার করত।

১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট। জাপান আত্মসমর্পণ করেছে। ইংরেজরা তাদের চিরশত্রু নেতাজিকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। সেই রকম সময়ে যদি জাপান নেতাজির শবদেহ ইংরেজদের হাতে তুলে দিত তাহলে ব্রিটিশ সরকার জাপানকে পুরস্কৃত করত। মৃত নেতাজির থেকে জাপানের কোনও প্রাপ্তি ছিল কি? তা যদি না থাকে তাহলে কেন মৃতদেহ ইংরেজ সরকার অথবা ভারতে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিল না, তাতে কি বাধা ছিল? আজাদ হিন্দ সরকারের পদাধিকারীরা কি ভারতবাসীর কাছে নেতাজির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি তা জানতো না?

তাহলে এতো ভালো একটা সুযোগকে হাতছাড়া করে কেন নেতাজির মৃত্যু সংবাদ প্রচার করল জাপান। তাও যদি বা করল অমন পক্ষপাতহীন সরকারি নথি হীনভাবে চোরের মতো বেওয়ারিস লাশের মতো পুড়িয়ে দিল ভারতের একজন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর বিপ্লবী সন্তানকে। এই খুব সহজ প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেই জানা যাবে প্লেন দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু সংবাদ আসলে পরিকল্পিত একটা ঘটনা।

দেশের জনগণ শুধুই কি আবেগের বশবর্তী হয়ে নেতাজি প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যায় নি এটা বিশ্বাস করে? নাকি এই জানাটার জন্য নথি দেখে তবে বলতে হয় একটু সাধারণ বুদ্ধি খরচ করলেএবং ঘটনার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করলেই জানা যায় নেতাজি ১৯৪৫, ১৮ আগস্টের পরও জীবিত ছিলেন।

দেশের মানুষ বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার তথা মোদিজীর কাছে সবথেকে সোজা প্রশ্নের উত্তর চায়। সেই প্রশ্নটা হল আপনি অথবা আপনার সরকার কি বিশ্বাস করেন নেতাজি ১৮ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান? যদি এটা সত্য হয় তাহলে গোপন ফাইলে অন্য তথ্য থাকার কথা নয়। তাহলে গোপন ফাইল প্রকাশ করুন। দেশের জনগণ সেই দুর্ঘটনার সত্যটাই জানতে চায়। আর যদি ওই ঘটনা রটনা হয় তাহলেও ইতিহাসের দায়বদ্ধতাকে সম্মান জানিয়ে সব সত্য প্রকাশ করুন। কবে? কোথায়? কি ভাবে তাঁর শেষ পরিণতি সম্পন্ন হয়?

আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই এই ভারতবর্ষ কারও বাপের জমিদারি নয়। গণতান্ত্রিক দেশের শেষ কথা বলে জনগণ। মোদিজি আর ক্ষমতায় থাকবে কি না তাও ঠিক করবে জনগণ। ফলে নেতাজি সম্পর্কে এতো দিনের গোপন তথ্য প্রকাশ পেলে কার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হবে এটা অজুহাত হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী জনগণকে জানিয়ে দিক যে সত্য প্রকাশ হলে এই এই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হবে। তার ফলে আমাদের দেশের জনগণের কি ক্ষতি হবে? ''আচ্ছা দিন'' আনার পথে তা কতটা বাধা হবে? এবং এইসব জেনে বুঝে জনগণ কি চায় তাই নিয়ে গণভোটের আয়োজন করুন। সময় অনেক নষ্ট হয়েছে। একটা সরল সত্যকে নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছে। শাসকরা এই নিয়ে গিরগিটির মতো অনেক রং বদল করেছে। ছেঁদো যুক্তি–জুজুতে জনগণ আর ভুলবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দেখিয়েছেন তাকে ধন্যবাদ। এবার মোদির পালা। ''মন কি বাত'' বা ''মুখ কি বাত শুনে জনগণ আর বোকা বনতে রাজি নয়।

বাড়ছে বায়ুদূষণ, ১০ বছরে ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ৩৫ হাজারের বেশি

সোনামনি কুঁতি : পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও সরকার দূষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে এক প্রকার ব্যর্থ বলা যায়। ঠিক কতটা ভয়াবহ হতে পারে বায়ুদূষণের প্রভাব? কেন্দ্রীয় সরকার রিপোর্ট অনুযায়ী গত দশ বছরে বায়ুদূষণের ফলে শ্বাস নালিতে তীব্র সংক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন ৩৫ হাজারের বেশি মানুষ। এর আগে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক জানিয়েছিল শ্বাসকষ্ট জনিত অসুখের সঙ্গে বায়ুদুষণের সরাসরি সম্পর্কের কোনও অকাট্য প্রমাণ নেই। বায়ুদূষণ জনিত মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্য জানাতে গিয়ে সংসদে পরিবেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে প্রত্যেক বছর এই সংক্রান্ত অন্তত ২কোটি ৬০ লক্ষ কেসের রিপোর্ট জমা পড়ে। ''শ্বাসকষ্ট জনিত ও কার্ডিও ভাসকুলার অসুখের অন্যতম প্রধান কারণ বায়ুদূষণ। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ মন্ত্রক একটি ডেটা প্রকাশকরে এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী প্রকাশ জাভকের। এবারই প্রথম ২০০৬ থেকে ২০১৫–র মধ্যে বায়ুদুষণের সঙ্গে অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন (এসআরআই) সম্পর্কিত স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা প্রকাশ করল পরিবেশ মন্ত্রক। এই বছর মে মাসের প্রথম দিকে ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন একটি রিপোর্টে দেখিয়েছিল কিভাবে সারা বিশ্বে বায়ুদুষণের কবলে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। এই তালিকায় সব থেকে উপরে ছিল ভারত ও চিনের নাম। এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ও টেকনোলজি জার্নালে প্রকাশিত একটি স্টাডিতে দাবি করা হয়েছে শুধুমাত্র দিল্লিতেই দূষিত বায়ুর প্রকোপে প্রত্যেক দিন প্রাণ হারান প্রায় ৮০ জন। ভারতের মৃত্যুর বিভিন্ন কারণগুলির মধ্যে পাঁচ নম্বরে রয়েছে বায়ুদূষণের নাম। উচ্চ রক্তচাপ, অভ্যন্তরীন বায়ুদূষণ, তামাক সেবন, ও অপুষ্টির পরেই রয়েছে বায়ুদূষণ।

দিল্লি কালীবাড়ির পুজো এবারও ঐতিহ্য বয়ে আনবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় পুজোর ব্যস্ততা যখন চরমে তখন দেশের রাজধানীতে বাঙালির খাস তালুক চিত্তরঞ্জন পার্কে দুর্গাপুজো নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে। নয়া দিল্লির কালীবাড়িতে শারদোৎসবে প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকে এখানকার প্রবাসী বাঙালিরা। মন্দির মার্গ কালীবাড়ি এলাকায় কম বেশি প্রায় ২০টি দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। কালীবাড়ির দুর্গাপুজোর ঐতিহ্যের রকমফের হয়নি এতটুকুও। ১৯৩৫ সালে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এখানে। ১৫ ফুট উচ্চতার একচালা প্রতিমা।

কৃষ্ণনগরের প্রতিমা শিল্পী পুজোর দুমাস আগে থেকে এখানে এসে প্রতিমা তৈরি করেন। ৭৮ বছরের পুজোর প্রাচীন রীতি মেনে আজও হয় কালীবাড়ির পুজো। ঢাক, ঢোল ও কাঁসর ঘন্টায় মেতে ওঠে গোটা এলাকা। মন্দিরের ধর্মশালায় ভ্রমণ পিপাসু তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে গমগম করে গোটা কালীবাড়ি চত্বর। নিউ দিল্লি রেল স্টেশন থেকে কালীবাড়ি অটোতে ঘন্টা খানেকের রাস্তা। বিড়লা লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের পাশে এই কালীবাড়ি। ইতিহাস বলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একসময় এখানকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সারাবছর চলে কালীমায়ের নিত্য পুজো।

পুজোর চারদিন কালীবাড়ি সোসাইটি আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কলকাতার নামকরা শিল্পীদের গানের আসর বসে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে জানালেন উদ্যোক্তারা। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত এখানে ভোগ প্রসাদ পান প্রায় হাজার দশেক মানুষ। পুরোহিত নিরূপম চট্টোপাধ্যায় ও বঙ্কিম ভট্টাচার্য নিষ্ঠার সঙ্গে মায়ের পুজো করেন। নিয়মানুসারে দশমীর দিন যমুনা নদীতে প্রতিমার নিরঞ্জন হয়।

প্রশাসনের অদূরদর্শিতায় 'এক জানালা পদ্ধতি' গতি পাচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিনিধি : যে কোনও সার্বজনীন উৎসব সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে প্রশাসনের অনুমতি থাকা প্রয়োজন। অনুমতি পর্বের সঙ্গে ছয়টি প্রতিষ্ঠান যুক্ত যেমন– সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, বিদ্যুৎ কোম্পানি, দূষণ পর্ষদ এবং যে জমির ওপর প্যান্ডেল হচ্ছে, ওই জমির মালিকেরা।

অনুমতির বিধিগুলি সরলীকরণ, গোটা রাজ্যে অভিন্ন অনুমতি পদ্ধতি বলবৎ করা, সর্বোপরি অনুমতির যাবতীয় কাজ এক জায়গা থেকে সমাধা করতে ১৯৮৫ সাল থেকে উৎসব সমন্বয় কমিটি সচেষ্ট।

উৎসব সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক গোবিন্দ চক্রবর্তী জানান কমিটির নিরলস চেষ্টায় রাজ্যের অনেক জায়গায় এক জানালা পদ্ধতি চালু হয়েছে। 'এক জানলা পদ্ধতি'র অর্থ হল–অনুমতি পর্বের সঙ্গে যুক্ত ছয়টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা শিবিরে উপস্থিত থাকবেন। পুজো কমিটি প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র শিবিরে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির কাছে জমা দেবেন। তারা সব পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দিয়ে দেবেন।

কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। রাজ্য দূষণ কোনও শিবিরে থাকেনা। কলকাতা পুলিশ এলাকার শিবিরে তিনটি ছাড়পত্রের কাজ হচ্ছে। চূড়ান্ত অনুমতির কাগজ নিতে আবার থানায় যেতে হচ্ছে। জেলার ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় দুইটি বিডিও নিয়ে একটি থানা, যে বিডিও–র এলাকায় শিবির হচ্ছে তারই সবকটি পূজার অনুমতি দেওয়া উচিত, বাস্তবে তা হচ্ছেনা। পুরসভার প্রতিনিধিরাও অনেক জায়গায় উপস্থিত থাকেন না।

গোবিন্দবাবু বলেন অনুমতি পেতে পুজো কমিটিকে পর্যায়ক্রমে যে জমির ওপর প্যান্ডেল হচ্ছে ওই জমির মালিক, ফায়ার ব্রিগেড এবং বিদ্যুৎ কোম্পানির কাছ থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে। একটি অঙ্গীকার পত্র পাঠাতে হবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে। তিনটি প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র এবং অঙ্গীকার পত্র পাঠানোর রসিদ দেখে স্থানীয় থানা সংশ্লিষ্ট অনুমতি দানকারী আধিকারিকের কাছে অনুমতি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করে আবেদন পত্রটি পাঠাবে। এই সুপারিশের উপর ভিত্তি করে জেলা শাসকের এলাকায় জেলা শাসক এবং কমিশনারেট এলাকায় পুলিশ কমিশনার অনুমতি দেবেন।

প্যান্ডেলের জমির ম্যাপে জমির মৌজা, দাগ ও ওয়ার্ড নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। এবার সিইএসসিকে চার দিনে ১২ কিলোওয়াটের জন্য মাশুল দিতে হবে ৬০৬০ টাকা। রাজ্য বিদ্যুতের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াটের মাশুল ৭.২৮ টাকা।

দুর্গা পুজো ১৮ থেকে ২২ অক্টোবর। ২৩ অক্টোবর – আশুরা, ২৪ অক্টোবর মহরম। দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের নির্দিষ্ট তারিখ হল ২২ এবং ২৫ অক্টোবর। নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় ডিজে সাউন্ড নিষিদ্ধ।

পুর বিজ্ঞাপন যন্ত্রণা বাড়াচ্ছে

প্রথম পাতার পর

একজন ব্যর্থ মনোরথ নাগরিক লাইন থেকে গলদঘর্ম হয়ে বেরিয়ে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা অনলাইনে এই আবেদন দেওয়া যায় না? ডেলিভারির দিন না হয় সশরীরে এসে নিয়ে যাবে লোক! তাতে তো এই যন্ত্রণার অবসান হয়। ভাবনাটা সত্যিই প্রাসঙ্গিক। মনে হতেই কলকাতা পুরসভার ৫২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি, আইআইএম জোকার প্রাক্তন ছাত্র এবং পুর ইনফরমেশন টেকনোলজি দফতরের উপদেষ্টা সন্দীপন সাহার দ্বারস্থ হলাম। তিনি যা জানালেন তার মোদ্দা কথা হল অনলাইনে বার্থ সার্টিফিকেট পাওয়ার আবেদনের প্রস্তাব ভালো হলেও তা করা যাচ্ছে না কলকাতা পুরসভার আইটি দফতরের দুর্বলতার জন্য। এখন নাকি তাঁর উদ্যোগে দফতরটি সচল হয়েছে। ধাপে ধাপে বার্থ সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রে অনলাইন পরিষেবা চালু হবে। সঙ্গে একবছরের মধ্যে বরো অফিস থেকে বার্থ সার্টিফিকেট পাওয়ার বর্তমান প্রথাও চালু থাকবে। সন্দীপন বাবুর বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে বিগত বাম জমানা থেকে শুরু করে দু–তিনটে টার্মের তৃণমূল শাসনও বদলাতে পারেনি কলকাতা পুরসভাকে। অন্যান্য মেগাসিটির পুরসভা থেকে পিছিয়ে পড়েছে আধুনিক হওয়ার ক্ষেত্রে।

সন্দীপন বাবু জানালেন অতীতের কালিমা মুছে এখন নাকি নড়ে চড়ে বসেছে কলকাতা পুরসভার আইটি দফতর। অ্যাসেসমেন্ট ইনস্পেকশন বুকের ডিজিটাইজেশন হয়েছে। শুরু হয়েছে করদাতা ও ট্রেড লাইসেন্স হোল্ডারদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহের কাজ। যাতে নানা খবর থেকে শুরু করে তথ্য মোবাইলে জানিয়ে দেওয়া যায় নাগরিকদের। এসব গালভরা কাজের ফিরিস্তি ও প্রতিশ্রুতি অনেক জেনেছে কলকাতাবাসী। তাদের যন্ত্রণার কবে নিরসন হবে বা আদৌ হবে কী না সেটাই এখন বড়ো প্রশ্ন। কাজ না করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

ডেঙ্গি আতঙ্কের হানাদারি নামখানায়

প্রথম পাতার পর

তখন থেকে এলাকার এই খালটি 'রাজার খাল' নামে পরিচিত। খালটি দক্ষিণে হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। খালটির পশ্চিমে নামখানা ও পূর্বে মদনগঞ্জ এলাকা। মৎস্যজীবী অধ্যুষিত এই দুই এলাকার বাসিন্দার সংখ্যা প্রায় তিন হাজারের বেশি। বছর চারেক আগে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা স্থানীয় নামখানা পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে দীর্ঘ খালপথ সংস্কার করা হলেও বর্তমানে খালের বেশির ভাগ অংশটাই নোংরা–আবর্জনা, আগাছা ও কচুরিপানার স্তূপ থেকে পচা দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এলাকার বাসিন্দারা। তারপর থেকে খালটি সংস্কারে দাবিতে একাধিকবার স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতি ও বিডিও–র দ্বারস্থ হন এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ। বৃষ্টি থামতেই ওই খাল থেকে দুর্গন্ধের পাশাপাশি নতুন করে মশার উপদ্রব দেখা দেওয়ায় 'ডেঙ্গি আতঙ্ক' গ্রাস করেছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে।

স্থানীয় বাসিন্দা সন্তু জানা, রাম মণ্ডল, কার্তিক হুইদের অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন অপরিষ্কাভাবে পড়ে থাকার ফলে খালটি থেকে নতুন করে মশার উপদ্রব দেখা দিয়েছে এলাকায়। সন্ধ্যে নামার পর থেকে মশার উপদ্রবে বাড়ির বাইরে আর বসে থাকা যায় না। এমনকি রাতে ঘরের মধ্যেও মশা ঢুকে পড়ছে। মশার কামড়ের হাত থেকে বাঁচতে ধোঁয়া দেওয়ার পাশাপাশি মশা তাড়ানোর ধূপ জ্বালালেও কোনও নিস্তার মিলছে না। বিশেষ করে বাড়ির বাচ্চাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। এখন আমরা সকলেই ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে না পড়ি। প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতর সবকিছু জেনেও কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে বাস করছি।' অন্যদিকে এলাকার প্রতিবাদী যুবক সহদেব গিরি, রণকুমার জানাদের অভিযোগ, 'মশার কামড়ে ডেঙ্গি হওয়ার আতঙ্কে বেশ কিছু পরিবার ইতিমধ্যে এলাকা ছেড়েছেন। পচা দুর্গন্ধের হাত থেকে রেহাই পেতে কয়েকমাস আগে থেকেই খালটি সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছি আমরা। সংস্কারের জন্য একাধিকবার স্থানীয় পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও বিডিও–র কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু সংস্কারের ব্যাপারে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। এখন এলাকার বাসিন্দাদের মশার উপদ্রবের হাত থেকে বাঁচাতে অবিলম্বে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতর দ্রুত ব্যবস্থা নিক।' নামখানা পঞ্চায়েত প্রধান রিঙ্কু দাস জানান, 'খালটি দীর্ঘদিন লিজ দেওয়া ছিল। সংস্কারের কথা ভেবে এবছর লিজ দেওয়া হয়নি। সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছিল। বৃষ্টির জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। খালটির বাকি অংশ দ্রুত সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানান, 'পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত খালটি সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে।'

লালবাহাদুরের মৃত্যু রহস্যের জট

প্রথম পাতার পর

কারণ তাঁদের পিতার প্রয়াণ রহস্যের জটও হয়তো খুলে যেতে পারে এর থেকে। সেজন্যই দেশ জুড়ে দাবি উঠেছে কেন্দ্রের কাছে যাতে অবিলম্বে মোদি সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নেতাজি সম্পর্কিত যাবতীয় ফাইল প্রকাশ করেন দেন। বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার যুক্তিও এক্ষেত্রে পানসে হয়ে উঠেছে। বরং এই বিজেপি সরকারের আমলেই নেতাজি সম্পর্কিত দুটি ফাইল যে প্রকাশ পেয়েছে তাতে পরিস্কার স্বাধীনতার পরেও সুভাষচন্দ্রের পরিবারের ওপর নজরদারি চালাতো নেহরু সরকার। আবার লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু রহস্য প্রকাশে কোনওদিন সামান্যতম আগ্রহ দেখাননি ইন্দিরা গান্ধি, রাজীব গান্ধিরা। অর্থাৎ এই সব তথ্যাবলি ইঙ্গিত দিচ্ছে স্বাধীনতার পর ভারতের সর্বাধিক ক্ষমতাভোগী নেহরু–গান্ধি পরিবার নেতাজি,লালবাহাদুর কিংবা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়দের মতো মহান দেশনেতাদের সম্পর্কে মানুষকে অন্ধকারে রেখে দিয়েছে। যদিও সত্যিকে কোনওদিন এভাবে আটকে রাখা যায় না। কালের নিয়মে মিথ্যার বেড়াল ঝুলি থেকে ঠিক বেরিয়ে আসে।

জখম মা–শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করল সাংসদ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার বিকালে উপনির্বাচনের মিটিং করে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় জখম মা–শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের গাড়ি করে হাসপাতালে ভর্তি করলেন জয়নগরের তৃণমূল সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল নস্কর। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর–২ ব্লকের ঢাকির মোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন জয়নগর–২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ১টি আসনের উপ নির্বাচনে নলাগড়া অঞ্চলে মিটিং করতে যান জয়নগর কেন্দ্রের তৃণমূলের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল নস্কর। সেখানে মিটিং শেষ করে তিনি সোনারপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এদিকে একটি ইঞ্জিন ভ্যান বেশ কয়েকজন যাত্রী নিয়ে নলগড়া থেকে দক্ষিণ বেলে দুর্গানগর যাচ্ছিল। হঠাৎই গৃহবধূ ভদ্রা সরদারের শাড়ি ইঞ্জিন ভ্যানের চাকায় ঢুকে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ইঞ্জিনভ্যান থেকে গৃহবধূ তার শিশু সন্তান হীরা সরদারকে নিয়ে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যায়। বিষয়টি সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল নস্কর দেখতে পেয়ে জখম গৃহবধূ ভদ্রা সরদার ও শিশু হীরা সরদারকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের গাড়িতে করে নিমপীঠ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন এবং সব রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন। এমনকি সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল নস্কর জখম গৃহবধূর পরিবারকে খবর দেওয়ার ব্যবস্থাও করে দেন এবং আর্থিক সাহায্য করেন। স্থানীয় মানুষজন বলেন জয়নগর কেন্দ্রের তৃণমূলের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল নস্কর মানব দরদী। যেভাবে মা ও শিশুকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন তা খুবই প্রশংসনীয়। এমনকি এই লোকসভা কেন্দ্রে তিনি বহু উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল নস্কর বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শকে সামনে রেখে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করছি। ইঞ্জিন ভ্যানের চাকায় শাড়ি ঢুকে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। জখম মা ও শিশুকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে।

কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী এক শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার দুপুরে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক শিক্ষক। পুলিশ জানিয়েছেন, গৌরহরি মাইতি (৩৭) স্থানীয় পশ্চিম দ্বারিকাপুরের বাসিন্দা। পাথর প্রতিমা থানার দক্ষিণ শিবগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি। পারিবারিক অশান্তির জেরে মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

পঞ্চায়েত অফিসে ডেপুটেশন

অ্যাপস রিপোর্টার

অমিত মণ্ডল, ফ্রেজারগঞ্জ : বুধবার বেলা ফ্রেজারগঞ্জ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েত অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এনআরজিএস, একশো দিনের কাজসহ বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক তছরূপ–এর বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত অফিসের সামনে কয়েকশো তৃণমূল সমর্থকসহ এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, ফ্রেজারগঞ্জ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রসেনজিৎ জানা, সদস্য শ্রীদাম মণ্ডল, গোবিন্দ প্রামাণিক, দুলাল সাঁতরা। বিভিন্ন দাবিসহ মোট আঠাশটির দাবি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল ফ্রেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামলী দাস–এর কাছে যান। বেলা একটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত দীর্ঘসময় ধরে চলে ডেপুটেশন।

অখিলেশ বারুই জানিয়েছেন, ২৮টি দাবির মধ্যে মাত্র ২ খানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন শ্যামলী দাস। তিনি আরও বলেন কোনও টেন্ডার পাশ হলে নাকি অর্থ উপসমিতির সদস্য তথা বিরোধী দলনেত্রীকে জানানো হয় না। তাছাড়াও ৩১ লক্ষ টাকার হিসেব দিতে পারেনি ফ্রেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান।

এর মধ্যে বিকাল ৪টা নাগাদ পঞ্চায়েতের কিছুটা দূরত্বে দেখা গেল সিপিএমের কয়েকশো সমর্থকের মিছিল। তা দেখে তৃণমূল কর্মীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। পঞ্চায়েত অফিসের সামনে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার ওসি জয়ন্ত পোদ্দার সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল।

অল ইন্ডিয়া লিগাল এড ফোরামের জাতীয় সম্মেলন

দিল্লি থেকে মলয় সুর : অল ইন্ডিয়া লিগাল এড ফোরামের জাতীয় নবম বার্ষিক সম্মেলন নিউ দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবের ডেপুটি স্পিকার হলে প্রদীপ জ্বেলে সম্মেলনের সূচনা করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান তথা সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কেজি বালাকৃষ্ণন। এরপর মঞ্চে সঙ্গীত শিল্পী সুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন

করে সকলের ভূয়সী প্রশংসা আদায় করে নেয়। ভারত গরিব দেশ কিন্তু এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে এই দেশের অধিকাংশ মানুষই গরিব। এই মন্তব্য করেন প্রাক্তন বিচারপতি কেজি বালাকৃষ্ণন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, সারা দেশজুড়ে গরিব মানুষের স্বার্থে কাজ করে চলেছে লিগাল এড ফোরাম। দেশের প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষদের আইনি সাহায্য প্রদান করার পাশাপাশি তাদের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি করার গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে এই সংস্থা। এই জাতীয় সম্মেলন ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর দু'দিন ধরে নিউ দিল্লির রফি মার্গ কনস্টিটিউশন ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিচারপতি প্রতাপকুমার রায়, বিচারপতি এস এন সোনি, অল ইন্ডিয়া বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অদ্রীশ আগরওয়াল, নেতাজি গবেষক ড. পূরবী রায়, বিচারপতি অরুনাভ বড়ুয়া, পুলিশ অফিসার অরিন্দম আচার্য। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, এই সংগঠন গ্রামেগঞ্জে বহু সাধারণ মানুষের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাদের বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এদিন তিনি নেতাজির ঐতিহাসিক রহস্য প্রসঙ্গে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের মিউজিয়ামে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ৬৪টি ফাইল প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, নেতাজি কন্যা কেন্দ্রের কাছে থাকা ফাইলগুলি প্রকার কথা বলেছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তথা সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় এই সম্মেলনের আয়োজন হয়। দিল্লির বুকে তরুণ বাঙালি যুবক জয়দীপ বাবুর ক্যারিশমা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। এই সম্মেলন থেকে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। যেখানে নতুন মুখ মহিলাদের প্রচুর স্থান দেওয়া হয়। সম্মেলনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় তিনজন স্বাধীনতা সংগ্রামী গৌরাঙ্গ সুন্দর মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও কৃষ্ণা দাশগুপ্তকে রাজকীয় সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনার রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা গোবরডাঙার পরিচালনায় পার্থ ভট্টাচার্যের স্মৃতি গ্রামীণ পাঠাগারের উদ্যোগে এক সেমিনারের আয়োজন হয়। গোবরডাঙায় এই নাট্য সংস্থার নিজস্ব ভবনে গত ২৭ সেপ্টেম্বর আয়োজিত এই সেমিনারে মূল বিষয় ছিল, ক্ষুদ্র পত্র–পত্রিকার সমস্যা ও সম্ভাবনা।

নাম পরিবর্তন

আমি গাইঘাটা উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা লোকশিল্পী ৪৮ বছর বয়স অন্নপূর্ণা চক্রবর্তী গত ২৩/১২/১১ তারিখে বনগাঁ কোর্টে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে তনুশ্রী চক্রবর্তী বলিয়া পরিচিত হইলাম। অন্নপূর্ণা চক্রবর্তী ও অনুশ্রী চক্রবর্তী এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

অনুশ্রী চক্রবর্তী

আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও সামাজিক কর্মকান্ডের মেলবন্ধনে আলোকিত এয়ারপোর্ট থানা

কুণাল মালিক

মূলত কাজের মানুষ যারা, তাদের উত্তর–দক্ষিণ বা পূর্ব পশ্চিম বলে কোনও বাছাই পরিক্ষেত্র হয়না। তারা যেখানেই যান, উন্নত কাজের পরিবেশ তৈরি করে নেন। এরকমই একজন পুলিশ আধিকারিক হলেন, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বিধাননগর কমিশনারেটের অন্তর্গত এয়ারপোর্ট থানার আইসি প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সোনারপুর থানা থেকে বদলি হয়ে এসেছেন। এই প্রায় বছর দেড়েক সময়কালের মধ্যে একাধিক সাড়া জাগানো ইতিবাচক কর্মকান্ড সমগ্র এয়ারপোর্ট অঞ্চলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, এই থানায় যোগদানের প্রায় তিন মাসের মধ্যে অর্থাৎ গত বছরের মে মাসে বিরাটিতে একটি ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ঘটনার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই পুরো ডাকাত দলটিকে ধরে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ এবং ডাকাতির মালপত্রও উদ্ধার হয় বলে সংশ্লিষ্ট থানা সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। এরকমভাবেই ২০১৪–র অক্টোবর মাসে প্রসেনজিৎবাবুর নেতৃত্বেই মোটর সাইকেল চুরির একটি গ্যাংকে ধরে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১৫টি মোটর সাইকেল। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি জনসংযোগবৃদ্ধি ও সামাজিক কর্মকান্ডমূলক কর্মসূচিও আছে তার প্রশংসনীয় কাজের তালিকায়। চলতি বছরের ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি এয়ারপোর্ট থানার উদ্যোগে মাইকেল নগরের মাঠে এক স্পোর্টস–এর আয়োজন করা হয়। মোট ২২টি ইভেন্টের এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে ৮৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবল তারকা সুব্রত ভট্টাচার্য, নজরুল ইসলাম ও এডিসিপি অনাথ নাথ। জুলাই মাসে এয়ারপোর্ট থানার পক্ষ থেকে আয়োজিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবিরের। এদিন ১৬৫ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিসিপি অনাথ নাথ ও বিশিষ্ট অতিথিপদে ছিলেন প্রাক্তন ফুটবল তারকা ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়। প্রসেনজিৎবাবু বাইশ বছরের কর্মজীবনের সূচনা হয় সাব ইনসপেক্টর দিয়ে। তার মধ্যে ওসি এবং আইসি ছিলেন প্রায় ষোল বছর। কর্মজীবনের শুরুর পর মাত্র পাঁচ বছরেই

এ সপ্তাহের মুখ

ওসি হন। তার প্রথম ওসি পদের পোস্টিং হয় ক্যানিং থানায়। এভাবে একে একে কুলপি, ডায়মন্ডহারবার হয়ে আইসি সোনারপুর। প্রায় সাড়ে তিন বছর সোনারপুরে আইসি ছিলেন। ২০১০–এর অক্টোবর থেকে ২০১৪–র ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি সোনারপুরে ছিলেন। এই সময়কালে তিনি দুতিনটি নারী পাচার চক্র ধরেন। ব্যাঙ্ক ডাকাতির কিনারা সহ চার–পাঁচটি বড় বড় ডাকাতদলকেও গ্রেফতার করেন বলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আরও জানা যায়, প্রসেনজিৎবাবু যে সময়ে সোনারপুরের আইসি হন, সে সময় অবস্থা ছিল ব্যাপক উত্তাল। গোটা রাজ্য জুড়ে সেই সময়টা ছিল পরিবর্তনের। সেই পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ২০০৪ সালে তিনি রাজ্যের গভর্নরের পক্ষ থেকে 'পুলিশ মেডেল' পান। এছাড়াও প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য 'রোটারি অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন তিনবার বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গিয়েছে।

হাড়হিম করা কাহিনী

প্রথম পাতার পর

অবশেষে রাজি হয় ওই মেয়েরা। ওই রাত্রে ১০টি মেয়ের এক–একজন প্রায় ৫ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়ে যায়।ওই নেপাল থেকে আসা দালালদের হাতে। এক সপ্তাহের মধ্যে এদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে নেপালে। টোকেন মারফৎ তাদের অগ্রিম করে রেখে দেওয়া হয়। এরপর কি হল তাদের, কোথায় তারা গেল, কি অত্যাচার শুরু হল তাদের উপর, আদৌ কি ওই পাচার মেয়েরা বাড়িতে যোগাযোগ করতে পেরেছিল। কি সেই চাঞ্চল্যকর ঘটনা, সেই তথ্য 'আলিপুর বার্তা'র হাতে। চেতনা ওয়েলফেয়ার–এর সুব্রতবাবু কিভাবে পুলিশের সহায়তা নিয়ে উদ্ধার করলেন সেই ভয়ঙ্কর দুর্বৃত্তদের হাত থেকে। জানতে হলে পড়ুন আগামী সংখ্যায়।

টবে লাগানো শীতের সবজি–বাহারি ফুলের পরিচর্যা

অলোকেশ মিত্র

আগের সংখ্যায় টবে সবজি তৈরি করার বিষয়ে যা যা জানানো হয়েছে সে অনুযায়ী কিছু কিছু সবজির চারা লাগানো হয়ে গিয়েছে। যেমন জলদি জাতের বাঁধাকপি, ফুলকপি

ইত্যাদি। এই সংখ্যায় চারা লাগানোর পরবর্তী পরিচর্যার বিষয়ে জানানো হচ্ছে।

জলদি জাতের বাঁধাকপি ও ফুলকপি : বীজ বোনার ৩০ দিনের মধ্যেই এ সমস্ত সবজির চারা টবে লাগানোর উপযুক্ত হয়ে যাবে। কাজেই যে সমস্ত সবজির বীজ আগস্ট মাসে বোনা হয়েছে তাদের চারাগুলি এই সেপ্টেম্বরেই টবে লাগানোর উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

চারা টবের ঠিক মাঝখানে বসাতে হবে। চারা বসানোর পর হাতের আলতো চাপে গোড়ার মাটি বসিয়ে দিতে হবে যাতে প্রথম জল প্রয়োগের সময় চারা একদিকে হেলে না পড়ে। চারা লাগানোর পর প্রথম কয়েকটা দিন চারাগুলিকে প্রখর রোদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

চারা লাগানোর পর সতর্ক থাকতে হবে যাতে মাটি একেবারে শুকিয়ে না যায়। এজন্য ১০–১২ দিন পর পর জল প্রয়োগ কতে হবে। প্রয়োজন হলে ৭–৮ দিন পরপরও জল প্রয়োগ করতে হবে।

বেগুন : চারা ৫´–৬´ লম্বা হলেই সাবধানে শিকড় শুদ্ধ তুলে টবে লাগাতে হবে। লাগানোর পদ্ধতি আগের মতোই।

চারা লাগানোর পর পরই একবার হালকাভাবে জল প্রয়োগ করতে হবে। টবের মাটিতে কোনও রকম আগাছা দেখা গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেলতে হবে। গোড়ার মাটি খুরপি দিয়ে খুঁড়ে আলগা করে দিতে হবে।

টমেটো : জলদি জাতের টমেটোর চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় হলো সেপ্টেম্বর মাস। আগে বলা পদ্ধতি অনুযায়ী সুস্থ সবল চারা টবের মাঝখানে লাগাতে হবে।

চারা লাগানোর পর একবার হালাকাভাবে জল প্রয়োগ করতে হবে। এ জন্য 'ঝারি' ব্যবহার করলেই সুবিধা হবে। চারা লাগানোর পর প্রথম চার পাঁচদিন দিনের বেলা টবটিকে ছায়াতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। দরকার হলে দিনের বেলা চারাগুলিকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য কলাগাছের পেটো ব্যবহার করাই ভাল।

টমেটো গাছের কান্ড খুবই দুর্বল প্রকৃতির এবংআধা লতানে স্বভাবের। কাজেই প্রতিটি টবের গাছেই ঠেকনা দিতে হবে।

লঙ্কা : এতদিনে নিশ্চয়ই লঙ্কার চারা তৈরি হয়ে গিয়েছে। নিজে চারা তৈরি না করলে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার কাছ থেকে সবল সুস্থ চারা ক্রয় করে অন্যান্য সবজির মতই টবে লাগাতে হবে।

দেশি শিম : যারা ছাদের বাগানে শিম ফলাতে চান তারা নিশ্চয়ই এতদিনে নাদাতে বা বড় আকারের টবে আগে থেকে ১০–১২ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রাখা বীজ বসিয়ে দিয়েছেন।

এতদিনে হয়তো চারাও বেরিয়েছে। চারা এক ফুটের মতো লম্বা হলেই টবে আগে থেকে পুঁতে রাখা কাঠিতে জড়িয়ে দিতে হবে। টবটি আলসের কাছে রেখে দিতে হবে যাতে শিমের লতাগুলি আলসেতে বেড়ে উঠতে পারে। সম্ভব হলে চারটে নাদা বা টব এমন ভাবে রাখতে হবে যাতে শিম গাছের উপর একটা মাচা তৈরি করা যায়।

শিম ফলাতে গেলে বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে টবের মাটি সব সময় সরস থাকবে। কিন্তু গাছের গোড়ায় কখনও জল জমে থাকবে না।

পরবর্তী সুযোগে অন্যান্য পরিচর্যার কথা যেমন সার প্রয়োগ, রোগ পোকার হাত থেকে সবজি রক্ষা করা প্রভৃতি বিষয়ে জানানো হবে।

টবে শীতের ফুল

এবার আসি টবের শীতের ফুল তৈরি করার বিষয়ে। টবে নানা ধরনের রঙিন রঙিন ফুল ফুটিয়ে সেই সব ফুল সহ টব দিয়ে ঘর, বাড়ি, বারান্দা সিড়ি বসার ঘর এমন কি খাবার টেবিলও সুন্দর করে সাজিয়ে ঘরের সৌন্দর্যটা বহুলাংশে বাড়িয়ে তোলা যায়।

শীতের সময় টবে ফুলগাছ করতে হলে যে কাজগুলি বেশ কিছু আগে থেকেই করতে হবে সেগুলি হল, মাটি তৈরি করা, চারা তৈরি করা, গাছে ঠেকা দেওয়ার জন্য ঠেকনা তৈরি করা টব প্রস্তুত রাখা ইত্যাদি।

যাঁরা নিজেরা চারা তৈরি করতে চান তারা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফায়েড বীজ সংগ্রহ করে সীড প্যানে ফেলে চারা তৈরি করবেন। চন্দ্রমল্লিকা ও ডালিয়ার চারার জন্য অনেক আগে থেকেই কাটিং বসাতে হবে। যাঁরা নিজের হাতে চারা তৈরিক করবেন না তাঁরা আগে থেকেই বিশ্বস্ত নার্সারিতে কথা বলে রাখবেন যাতে সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় চারা পেয়ে যান।

সখের ফুল বাগান সৌন্দর্যে ভরিয়ে তোলার জন্য বিশেষ কিছু শীতের মরসুমি ফুলের চারা টবে লাগানোর সময় জানালাম :

চন্দ্রমল্লিকা : আগস্ট মাসের শেষ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত।

ডালিয়া : সেপ্টেম্বর মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত।

গাঁদা : অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্তই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ডিসেম্বর মাসেও চারা লাগানো যেতে পারে।

পিটুনিয়া : সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

চারা সব সময় বিকাল বেলাতেই লাগানো ভাল। খুব ঠান্ডা পড়লে ভোরবেলা থেকে সূর্যোদয়ের আগের চারা লাগানো যাবে।

মাটি তৈরি : টবে ফুলের বাগান করতে হলে পৃথক পৃথক ফুলের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে মাটি তৈরি করতে হবে। এখানে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ফুলের জন্য মাটি তৈরি করার পদ্ধতি সম্বন্ধে জানানো হল :

ডালিয়া ও চন্দ্রমল্লিকার জন্য :

দো–আঁশ মাটি	৩ ভাগ
গোবর সার	২ ভাগ
পাতা পচা সার	১ ভাগ
সাদা বালি	১ ভাগ
হাড়ের গুঁড়ো	১/৩ ভাগ
নিম খইল	১/৩ ভাগ
কাঠ কয়লার গুঁড়ো	১/৩ ভাগ

এছাড়া প্রতিটি টবে ১৫ গ্রাম করে সুপার ফসফেট ও মিউরেট অফ পটাশ এবং ১ টেবল চামচ কলিচুন দিতে হবে

শীতকালীন গাঁদা :

দো–আঁশ মাটি	৩ ভাগ
গোবর সার	২ ভাগ
পাতা পচা সার	১ ভাগ
হাড়ের গুঁড়ো	২ মুঠো ভর্তি

এছাড়া টব প্রতি ১০০ গ্রাম সুপার ফসফেট, ৫০ গ্রাম মিউরেট অফ পটাশ এবং ১ টেবল চামচ কলিচুন প্রয়োগ করতে হবে।

শীতের অন্যান্য ফুলের জন্য :

দো–আঁশ মাটি	২ ভাগ
গোবর সার	১ ভাগ
পাতা পচা সার	১ ভাগ
হাড়ের গুঁড়ো	১/৩ ভাগ
নিম খইল	১/৩ ভাগ
কাঠ কয়লার গুঁড়ো	১/৩ ভাগ

মাটি চালুনি দিয়ে চেলে আগাছার বীজ, ঘাসের গোড়া, ইট পাথরের কুচি ইত্যাদি সব কিছু ফেলে দিতে হবে।

এছাড়া ভবিষ্যতে টবের মাটিতে যাচে উইপোকার আক্রমণ না ঘটে তার জন্য প্রতিটি টবের মাটিতে দশ শতাংশ বিএইসি ২ চামচ অথবা পাঁচ শতাংশ ১ চামচ মেশাতে হবে।

টব, টবের টুকরো শোধন, টবে মাটি ভরতি ও চারা লাগানো : সবজি চাষের মতোই।

ঠেকনা তৈরি : গাছ যাতে জোরে বওয়া হাওয়াতে একদিকে হেলে না পড়ে তার জন্য প্রতিটি গাছে ঠেকনা দিতে হবে। কাজেই মাটি তৈরির সময়ই ঠেকনাও তৈরি করে ঠেকনার যে অংশ মাটির নিচে থাকবে সে অংশে আলকাতরা মাখিয়ে রাখতে হবে। এবং চারা লাগানোর সাথে সাথেই ঠেকনার কাঠিও মাটিতে পুঁতে দিতে হবে যাতে গাছ বড় হওয়ার পর ঠেকনার কাঠি পুঁততে গেলে গাছের শিকড়ের ক্ষতি না হয়।

শীতের ফুলের চারা লাগানোর পরবর্তী পরিচর্যার বিষয়ে পরবর্তী সুযোগে জানানা হবে।

ছবির বিষয়বস্তু চিটফান্ড

সাংবাদিক থেকে গায়িকা বনে যাওয়া অনিরূপার প্রথম প্লে–ব্যাক

পার্থসারথি গুহ

রিপ ভ্যান উইঙ্কল কুড়ি বছর পর ঘুম ভেঙে দেখেছিলেন পালটে গিয়েছে তাঁর চার পাশের দুনিয়া।

নিজের স্বজনও চিনতে পারছিলেন না তাঁকে। সাংবাদিক থেকে গায়িকা বনে যাওয়া অনিরূপা দে'রও অনেকটা একইরকম অভিজ্ঞতা হল জি–বাংলার সিনেমা ১৩ তারাচাঁদ লেন–এর প্রিমিয়ার শোতে গিয়ে। যে ছবিতে আবার একটি অসাধারণ গান রয়েছে তার কণ্ঠে। বলাবাহুল্য, এই সুবাদে ছবিতে তার প্রথম প্লে ব্যাকও। সম্প্রতি নন্দনে অনুষ্ঠিত এই ছবির প্রিমিয়ারে অনিরূপার পাশে বসে থাকা একসময়ের সতীর্থ সাংবাদিকরাও তাকে চিনতে পারলেন না। বুঝতেই পারলেন না, বুম নিয়ে না হোক একসময় পেন–নোটখাতা হাতে নিয়ে আজকের এই সঙ্গীতশিল্পী অনিরূপা তাদের মতোই প্রেস কনফারেন্স কভার করতে যেতেন। কাকতালীয়ভাবে এই ছবির বিষয়বস্তুও আবর্তিত হয়েছে চিটফান্ড এবং তৎজনিত সঙ্কটের আবহকে ঘিরে। যার জেরে বেকার হতে হয়েছে অনিরূপার পাশে থাকা অগণিত সংবাদমাধ্যম কর্মীকে।

সৌভাগ্যবশত অনিরূপা অবশ্য তার আগেই সংবাদমাধ্যমের অক্ষরেখা থেকে বেরিয়ে সঙ্গীতজগতে পা রেখে ফেলেছেন। এবং প্রথম ছবির গানেই বুঝিয়েও দিয়েছেন তিনি 'লম্বা রেসের ঘোড়া'। যদিও আর পাঁচজন শিল্পীর মতো ছোটবেলায় সেভাবে হাতেখড়ি হয়নি সঙ্গীত জগতে। বরং সকালে হারমোনিয়াম নিয়ে গলা সাধা খুবই বিরক্তিকর ছিল তার কাছে। সাংবাদিকতা নিয়ে পড়াশুনা করার পর অন্যদের মতো সাংবাদিক হওয়ার সাধটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। কাজও জুটে গিয়েছিল দু–দুটি সংবাদমাধ্যমে। হার্ড নিউজ নয় ফিচারধর্মী খবর করায় বেশ মুন্সিয়ানাও ছিল তার। তবে ওপরওয়ালা হয়তো অন্য কিছুই ভেবে রেখেছিলেন। বাবা–মা দুজনে বারংবার উৎসাহিত করলেও গানের প্রতি সেভাবে আকর্ষণ জাগেনি । পরবর্তীকালে সতীর্থ এবং বন্ধুরা যখন অনিরূপার গান শুনে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হতো তখন থেকেই তার মনে একটু অন্য ধারণা গজাতে শুরু করে। পাশাপাশি বাবা বিপুল দে পাখিপড়ার মতো করে বুঝিয়ে আসছিলেন গানের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য। এর পাশাপাশি সংবাদমাধ্যম জগতেও ঠিক মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। কোথায় যেন একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছিল যে সংবাদমাধ্যম নয়, সঙ্গীতই তার প্রধান আরাধ্য হওয়া উচিত। আসলে গান যার রক্তমজ্জায় তার পক্ষে বেশিদিন এর থেকে দূরে সরে থাকা সম্ভব নয় সেই অনুভূতিটাই ২০১২ থেকে পাকাপাকিভাবে অনিরূপাকে নিয়ে আসে সঙ্গীত দুনিয়ায়। বস্তুত এই সময়কালের মধ্যে সাংবাদিকতা পুরোপুরি ছেড়ে গানে মনোনিবেশ করে সে।

ফলও মিলতে থাকে সহজেই। অনিরূপা বুঝতে পারে সঙ্গীত তার প্রকৃত চারণভূমি। অবশ্য রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা পিতা বিপুল দে'র প্রভাব তাকে আরও পোক্ত করে তুলেছে। সেই সূত্রেই পরিচয় সারেগামা'র সঙ্গে। এরপর কালচক্রে প্রবাহিত হয়ে আজ জি–বাংলায় কণ্ঠস্থ হয়েছে তাঁর সুরেলা গলা। অনিরূপার গানের মধ্যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন রয়েছে যা তাকে ভবিষ্যতের ভার্সেটাইল শিল্পী হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। একথা প্রথম প্লে–ব্যাক শোনার পর বুক বাজিয়ে বলাই যায়। যদিও শিল্পীর নিজের কথায় লড়াই সবে শুরু। নিজেকে যতদূর সম্ভব নিঁখুত করে তোলায় মগ্ন এখন এই অধুনা সঙ্গীতশিল্পী। একইসঙ্গে প্রতিযোগিতার মাপকাঠিতে সে আদৌ বিশ্বাসী নয়। বরং নিজেকে উৎকর্ষিত করে তুলে বাংলা সঙ্গীত জগতের ডালিকে আরও মেলে ধরাকেই পাখির চোখ করেছে অনিরূপা। কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সফল জুটি রাহুল–প্রিয়াঙ্কা অভিনীত ১৩ তারাচাঁদ লেন ছবিতে যে সঙ্গীত পরিচালকের অধীনে কাজ করেছেন অনিরূপা সেই সমীর বিশ্বাস তথা সমি'র পরবর্তী সঙ্গীত–পরিচালনাতেও জুড়ে থাকতে চান তিনি। সঙ্গীত জগতের ইনিংসকে দীর্ঘমেয়াদী করতে বদ্ধপরিকর অনিরূপা এই ছবিতে সোহিনী সরকারের কণ্ঠে জায়গা করে নিয়েছেন। আগামীতে আরও অনেক নামিদামি অভিনেত্রীর গলায় অনিরূপা যে ভেসে উঠবেন তা বলে দেওয়াই যায়।

শান্তিপুরের অনেক গর্ব, তবে করুণানিধান–এর বাড়ি অবহেলিত

দীপককুমার বড় পণ্ডা

বহুবার শান্তিপুর গিয়েছি, আমার মতন আরো অনেকে গিয়েছেন এই ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে। কিন্তু তাঁদের অনেকেই হয়তো জানেন না, নদিয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার এই শান্তিপুরেই শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসের দীক্ষা নেন। আর যেখানে দীক্ষা নিয়েছিলেন সেই বাবলার সীতানাথ পাট এই জাতীয় সড়ক বাইপাসের খুব কাছেই। চারদিকে আম বাগান, মাঝখানে অদ্বৈতাচার্যের আশ্রম। শুধুমাত্র এই কারণেই শান্তিপুর অনেক বিখ্যাত হতে পারত। তবে বৈষ্ণবতীর্থ শান্তিপুর নানা কারণে প্রসিদ্ধ। সেই প্রসিদ্ধির উত্তাপ পোয়াতে হাজির হয়েছিলাম শান্তিপুরে। আমি যাঁর সঙ্গী তিনি হলেন, আমার শিক্ষক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন এমেরিটাস অধ্যাপক ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী।

তখন সন্ধে নেমেছে। বাবলার সীতানাথ পাটে প্রবেশ করলাম। এখানেই শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু অদ্বৈতাচার্যের আশ্রম। গা–টা শিরশির করে ওঠে। ভাবতে থাকি, যে শ্রীচৈতন্যদেব মাত্র আটচল্লিশ বছরের মধ্যে সারা বাংলা তথা সারা ভারতকে কৃষ্ণনামে মজিয়েছিলেন, যাঁর এত ক্ষমতা ছিল, সেই মানুষটা সন্ন্যাস নিয়েছিলেন এই জায়গায় এসে। দেখতে পাই, মন্দিরের চাতালে কয়েকজন বৈষ্ণব ভক্ত বসে আছেন, শাস্ত্র আলোচনা চলছে। মূল মন্দিরের পেছনে যাই। চারদিকে অন্ধকার। অধ্যাপক বরুণ বাবু হাত তুলে বলেন, 'এখানেই ছিল সুরধুনি নদী। তখন গঙ্গা এটা দিয়েই বয়ে গিয়েছিল।' এখন নদী মজে গিয়েছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে চব্বিশ–পঁচিশ বছরের এক সুদর্শন যুবক অদ্বৈতাচার্যর আশ্রমে আসছেন। তাঁর কাছে দীক্ষা নিচ্ছেন। দীক্ষা শেষে মা শচীদেবী নবদ্বীপ থেকে এসেছেন ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, ছেলে ফিরছেন না। তিনি সন্ন্যাস নিয়ে বাইরে চলে যেতে চান। যাওয়ার আগে এই আশ্রমে চৈতন্যদেব পনের দিন ছিলেন।

শ্রী শ্রী অদ্বৈতাচার্য–এর আশ্রমে দাঁড়িয়ে আছি। অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মূর্তির সামনে। কিছুক্ষণ বাদে বললেন, 'কি বিখ্যাত জায়গা, চৈতন্যদেব এখানেই তৈরি হয়েছিলেন। ভাবলে আশ্চর্য লাগে।' মন্দিরে খোলকরতাল বাজছে। হঠাৎ ঝড় আসে। আমরা মন্দিরে উঠে দাঁড়াই। একপাশে তখন শ্রী শ্রী অদ্বৈতাচার্য –এর এক বংশধর এক শিষ্যকে এই জায়গার মাহাত্ম বুঝিয়ে চলেছেন।

দীর্ঘদিন ধরে অদ্বৈতাচার্য এখানে ছিলেন বলে, স্বাভাবিকভাবে এই অঞ্চলের গৌরব অনেক বাড়ে। পরবর্তীকালে তাঁর বংশের লোকেরা এখানে বৈষ্ণবীয় ভাবধারা ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। এঁদের কেউ কেউ কৃষ্ণ ভক্তরূপেও প্রতিষ্ঠা পান। এই বংশের এক শাখা বড় গোস্বামী, অন্যগুলি হল হাটখোলা বা মধ্যম গোস্বামী, মদনগোপাল গোস্বামী, বাঁশবুনিয়া গোস্বামী, পাগলা গোস্বামী, আতাবুনিয়া গোস্বামী, চাকফেরা গোস্বামী, গোস্বামী ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

বৈষ্ণবতীর্থ হবার কারণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক শান্তিপুর শহরটা খুব শান্ত। অনেকে বলেন, শান্তির জন্যই নাকি এখানকার নাম শান্তিপুর। রাজনৈতিক উত্তেজনাও কম। 'এতকিছুর মধ্যেও আমাদের এখানে রাজনৈতিক মারামারি হয়না বললেই চলে।' বলছিলেন অবসর পাওয়া এখানকার এক রেল কর্মী। শান্তিপুরবাসীরা অবশ্য এর কৃতিত্ব দিতে চান এখানকার বিধায়ক তথা পুরসভার চেয়ারম্যান অজয় দে–কে ।

শুধু যে অশান্তি নেই তা নয়, এখানকার পরিবেশও বেশ আকর্ষণীয়। শহরের এক প্রান্তে মতিগঞ্জ। এখানকার জমিদার মতিবাবু একসময় এই অঞ্চলে বাজার বসান। গঙ্গায় স্নান সেরে মহিলারা সকালে এখান থেকে বাজার সেরে বাড়ি ফিরতেন। সেইসময় থেকেই মতিবাবুর নামানুসারে এখানকার নাম হয় মতিগঞ্জ। যদিও এখন আর এখানে বাজার নেই। কিন্তু সেই স্মৃতিতো আছে। মতিগঞ্জ থেকে গঙ্গার দিকে হাঁটছি, দু'দিকে ধানক্ষেত। পিচ রাস্তা, সেই রাস্তার ওপর মাসে মহাদেবের মন্দিরের সামনে দিয়ে জুতো পরে সাইকেল চালিয়ে যাওয়া যেত না। জুতো খুলে সাইকেল গড়িয়ে যেতে হত। এখন হয়তো এসব বদলেছে।

জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মূর্তি। এর পরে শ্মশান আশ্রম, পাশেই আর একটি মন্দির। এর পেছনেই গঙ্গা।

গঙ্গার ঘাটে দেখলাম অনেক মানুষ। ওপারে গুপ্তিপাড়া স্টেশন। মানুষ খেয়াতে পারাপার করছে। এখানে গঙ্গার মাঝখানে চর পড়েছে। তাই গুপ্তিপাড়া যাওয়ার জন্য দু'বার খেয়া পার হতে হয়।

গাজনের সন্ন্যাসীরা আসছেন স্নান করতে, ঢাক বাজছে। কিন্তু পুরনো সেই আধ্যাত্মিক পরিবেশটা নেই, যেন একটা শৃঙ্খলাহীন পরিবেশ তৈরি হচ্ছে।

এখান থেকে শ্যামচাঁদের মন্দির, বড় গোঁসাই–এর বাড়ি, শ্রী শ্রী অদ্বৈতাচার্য – এর বাড়ি পরপর যাই। খোল–করতাল বাজিয়ে নাম–গান চলছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়িতে তাঁর এক বংশধর বেরিয়ে আসেন। নানা কথা বলতে বলতে বলেন, 'বিজয়কৃষ্ণদেব খুব বিখ্যাত মানুষ ছিলেন। উনি জটিয়া বাবা নামেও পরিচিত ছিলেন। ওঁর বিরাট জটা ছিল বলে, এই নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। রামকৃষ্ণদেব ওঁকে খুব ভালবাসতেন। এখনো কেউ পুরীতে গিয়ে যদি বলেন, আমি নদিয়াবাসী, তবে কিন্তু ওখানকার মানুষ খুব শ্রদ্ধা করবেন, আপনাকে আগে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবেন।' চারদিক অন্ধকার, তার মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে জটিয়াবাবার কাহিনী শুনছি।

পরের দিন সকালে আমি আর বরুণবাবু হাঁটছি গুপ্তিপাড়া ঘাটের দিকে। মতিগঞ্জ থেকে এই রাস্তা চলে গেছে কালনা ঘাটের দিকে। কালনা ঘাট মতিগঞ্জ থেকে সাত কি.মি। আর গুপ্তিপাড়ার ঘাট তিন কি.মি। রাস্তাটা ধানি জমি থেকে অনেকটাই উঁচু। রাস্তার দু'পাশে অনেকে তাঁতের কাজ করছেন। তাঁত বোনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। চারদিকে একটা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ। আমরা হাঁটছি। কখন যেন পৌঁছে যাই শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরিতে।

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরিতে এখানকার 'মরমী' নামের সংস্থা তাদের তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উৎসবের আয়োজন করেছেন। এই সংস্থার সম্পাদক অধ্যাপক তপন মজুমদার বলছিলেন, 'আমরা শান্তিপুরের ঐতিহ্য বাংলার মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই। আবার পাশাপাশি বাংলার ঐতিহ্যও শান্তিপুরের মানুষকে জানাতে চাই।' শান্তিপুরের ঐতিহ্য 'মরমী'র গর্ব।

আসলে যে জায়গাটিতে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে তার ঐতিহ্যওতো কম নয়। ১৯১২ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত এই শান্তিপুর লাইব্রেরিতে বিভিন্ন সময় বহু প্রাজ্ঞ মানুষ এসেছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ড. নীহাররঞ্জন রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, আশাপূর্ণা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। এখানেই আছে শান্তিপুর সংগ্রহশালা। ২০০২ সালে ১৮ জানুয়ারি সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু এর উদ্বোধন করেন। শান্তিপুরে প্রথম উত্তোলিত জাতীয় পাতাকাটি ছাড়াও চৈতন্যদেবের হাতের লেখার প্রতিলিপি প্রভৃতি অনেককিছুই রাখা আছে এখানে। সংগ্রহশালাটি ঘুরে দেখলে শান্তিপুরের সর্ম্পকে একটি ধারনা তৈরি হতে পারে। অবশ্য সংগ্রহশালাটিতে সংগৃহীত বস্তুগুলির প্রতি যত্নের বিষয়ে আরো নজর দিতে হবে।

নজর দিতে হবে অন্যত্রও। পেছনেই কবি করুণানিধান–এর বসতবাটি। রাস্তার ওপর ঘুপচি একটা জায়গায় কবির মূর্তি। এখানেই কবি থাকতেন। থাকতেন আরো বহু কৃতী মানুষ। পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র–র বাড়িও এখানেই। তাঁর ছেলে কাশীকান্ত মৈত্র এখন কলকাতাবাসী হলেও শান্তিপুর এঁদের জন্য গর্ব করে। শান্তিপুরের গর্বের শেষ নেই।

যাওয়া আসার পথে পথে

মাঙ্গলিকী

‘সেতু’–র সেতুবন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামচন্দ্রের সেতু বন্ধনের কাজে যেমন কাঠবিড়ালিরা এসে হাত মিলিয়েছিল, তেমনই আজকের এক উজ্জ্বল সাহিত্য সংস্কৃতির সংস্থা, যাদের একটি মুখহল আবার সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো (গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে), সেই ‘সেতু’র সব কাজে এগিয়ে আসছেন বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের বহু বিশিষ্ট জনের সাথে না চেনা অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ী বহু কবি, লেখক ও কলা জগতের বহু শিল্পী। এঁদের নিয়েই আজ নূতন এক সেতু গড়ে তুলছেন ‘সেতু’র কর্ণধারেরা...

‘সেতু’–র উপরোক্ত প্রচেষ্টার এক নিদর্শন দেখা গেল গত ১২ সেপ্টেম্বর জীবনানন্দ সভাগৃহে। অনুষ্ঠান যখন শুরু হল তখন সভাগৃহের সব আসন পূর্ণ। বহু সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন সভাগৃহের পিছনের দেওয়াল ঘেঁসে। বোঝা গেল, ‘সেতু’ এগিয়ে চলেছে...

এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা। তাঁর সঙ্গে মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন সংগঠনের সভাপতি বাচিক শিল্পী নিমাই মিত্র; রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের সহসভাপতি কবি ও লেখক সৌরীণ চট্টোপাধ্যায়, ‘সেতু’র সদস্য বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি সুব্রত ভদ্র ও সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে মঞ্চে আসন গ্রহণের মাধ্যমে আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রকেই মান্যতা দেওয়া হল)।

গীতা অধিকারী সকলকে আসরে স্বাগত জানালেন (অভিনব শুরু) রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে। বললেন ‘সেতু’র এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা সাজানো হয়েছে নানান রঙ–এ। ‘সেতু’র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বাচিক শিল্পী, কবি উদয় চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে বললেন বাংলার পাহাড় থেকে সাগর অবধি সাহিত্য–সংস্কৃতি জগতে ‘সেতু’ বিচরণ করছে ও আরও করবে আগামী দিনে সকলকে নিয়ে আসবে, এই সঙ্গে সামাজিক অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক লড়াই। কৃতজ্ঞতা জানালেন পশ্চিম পুটিয়ারির রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের কার্য্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দকে যাঁরা পাঠাগারে ‘সেতু’–র নিয়মিত ‘বিবিধ সংস্কৃতি চর্চার অনুমতি দিয়েছেন।

এদিন সমবেত উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন মৃত্তিকা চট্টোপাধ্যায়, শিবানী দত্ত, গীতা অধিকারী, সুব্রত ভদ্র, সৌরীণ চট্টোপাধ্যায়, সুরজিত দাশ, সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও ক্ষুদে ঋতময় চট্টোপাধ্যায় (‘আমি বাংলায় গান গাই...’)। এরপর ছিল ‘সেতু’র ক্ষুদে সদস্যদের আবৃত্তি। আবৃত্তি শোনালো অপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়, শোভোনিকা চট্টোপাধ্যায়, ঋতময় চট্টোপাধ্যায়। সুনিশ্চিতভাবে এদের ‘আপন ছন্দে’ মাতোয়ারা আবৃত্তি আসরকে দিল নতুন ভোরের ঔজ্জ্বল্য... সংগঠনের সভাপতি নিমাই মিত্র আসরে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আসরে এত গুণীজনের উপস্থিতি তাঁদেরকে উৎসাহ যোগাচ্ছে আগামী দিনে আরও আরও বড় আসর করবার।

অনুষ্ঠানের সাভপতি শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা বললেন, আজ শারদ সন্ধ্যায় আসরে উপস্থিত সকলে যেন আসরের শেষ পর্যন্ত থাকেন। ‘সেতু’ আজ একটা চারা গাছ, ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে সে চারিদিকে ডালপালা ছড়াতে আগ্রহী। রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারে নিয়মিত ‘সেতু’ তার সাহিত্য–সংস্কৃতি চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। বস্তুতঃ দুটি সংগঠন আলাদা, অথচ হাত ধরাধরি করেই চালিয়ে যাচ্ছে তাদের কাজ – এ প্রচেষ্টা সফল হোক। সকলে ভাল থাকুন। এদিন আসরে বহু পাঠ শোনা গেলো। সুরজিত দাশ শোনালেন দুই বাংলার কবি শামসুর রহমানের কবিতা। নরেশ জৈন শোনালেন স্বরচিত কবিতা। দেবযানী চক্রবর্তী শোনালেন রবীন্দ্রকবিতার আবৃত্তি। উপভোগ্য রচনা, ‘রবি ঠাকুরের সঙ্গে আলাপন’ শোনালেন কল্পনা বিশ্বাস কুন্ডু। রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের সহ সভাপতি সৌরীণ চট্টোপাধ্যায় পাঠাগার ও ‘সেতু’র বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

পরে শোনালেন কবিতার ছন্দে হৃদয়স্পর্শী কাহিনী। ‘রেণুদির চিঠি’। কবিতার অনবদ্য আবৃত্তি শোনালেন বিপ্লব চক্রবর্তী। এদিন আরও বহু কবি তাঁদের কবিতা শোনান, গানে উজ্জ্বল ছিলেন শিবানী দত্ত, মৃত্তিকা চট্টোপাধ্যায়। আলাদা ভাবে উল্লেখ্য বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী শর্মিলা মিত্রর নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন। তরুণ কবি অভ্র শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন। উদয় চক্রবর্তীর পরিবেশনা নবারুণ ভট্টাচার্যের কবিতা, ‘এই মৃত্যু উপত্যকা’ অসাধারণ। পামেলা সরকারের কবিতা ‘চিঠি’ ভাল লাগল। এদিন আরও কয়েকজন তরুণ–তরুণীর কবিতা ভাল লাগল। এদিন একটি শ্রুতিনাটক পরিবেশিত হল। নাম ‘ফাউ জামাই’। রচনা বিশ্বজিৎ সেনগুপ্তের। নির্দেশনা উদয় চক্রবর্তীর। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করলেন শাশ্বতী দে, বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত, তাপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত ভদ্র। রম্য রচনাধর্মী গল্পের শ্রুতি নাটক। তাই গল্পের প্লট অবাস্তব। তবে সকলে উপভোগও করেন।

এদিন বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল স্বনাম খ্যাত আবৃত্তিকার, আবৃত্তি প্রশিক্ষক উৎপল কুন্ডুর ভাষণ। আবৃত্তির বিভিন্ন ধারা তিনি সহজ সরল ভাষণে ব্যাখ্যা করলেন, যা শিক্ষার্থী আবৃত্তিকার ও অভিজ্ঞ আবৃত্তিকারের কাছে একই মাত্রায় গ্রহণযোগ্য হয়। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আবৃত্তি শোনালেন বিভিন্ন কবির বিভিন্ন ধারার কবিতার টুকরো টুকরো অংশ। সব মিলিয়ে যা হয়ে উঠল এক রত্নমালা। আর শুরুতে শোনালেন একটি সংস্কৃত শ্লোক, পরে শোনালেন এটির বাংলা অনুবাদ। অনুবাদকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য, শ্রীকুন্ডু সামগ্রিকভাবে যে কবিতাটির এদিন অনবদ্য আবৃত্তি শোনালেন সেটি হল ‘নাগরদোলা’ – হীরকদ্যুতিময় কবিতাটির রচয়িতা কবি তখন সভাঘরের প্রথম সারিতে বসে – কবির নাম রত্নেশ্বর হাজরা... ‘সেতু’–র সেতু বন্ধনের কাজ অনেকটাই এগিয়ে দিলেন শ্রী উৎপল কুন্ডু।

এদিন বহু কবি লেখক বিবিধ পাঠ শোনান। আরও কয়েকজন গানে উজ্জ্বল ছিলেন। উদয় চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবিধ অনুষ্ঠান পর্ব সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন জয় ভট্টাচার্য ও গীতা অধিকারি। ক্ষুদে জাদুকর (ক্লাস সিক্সের ছাত্র) ব্রতর ‘জাদু’ও সকলের ভাল লাগে। ‘সেতু’র পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্যে সকলেই উৎসুক রইলেন। দীপন সেন গুপ্তের পাঠ আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয়।

নাসবন্দী হিন্দি–বাংলা–ইংরেজি মেশানো সংলাপ বর্তমান প্রজন্মকে সচেতন করবে

ইন্দ্রজিৎ আইচ

মিউজিক্যাল নাটক নাসবন্দী প্রকৃতঅর্থে মৌলিক নেতিবাচক রাজনৈতিক দিকগুলিকে তুলে

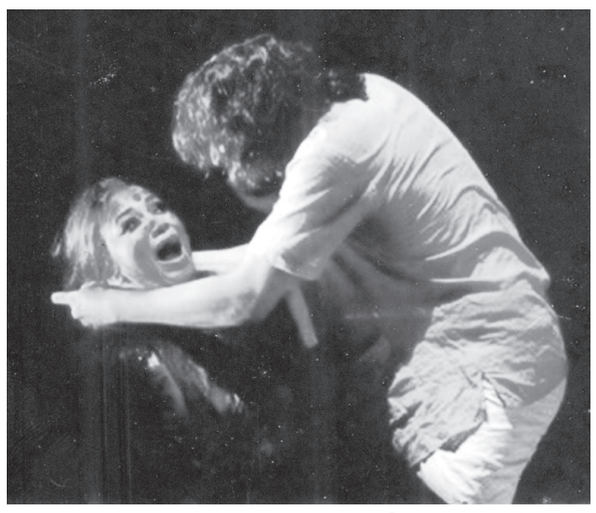

ধরেছে যা শুধুমাত্র সমগ্র দেশকে আলোড়িত করেছে, তাই–ই নয়, মানুষ তাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। এই নাটকটি চিরাচরিত অভিজাত নারীর শাসক চরিত্রকে তুলে ধরেছে। যে অত্যাচার করে নানাভাবে লুণ্ঠন করে, তৎসত্ত্বেও সেই অত্যাচারিত শাসিত প্রজাদের হৃদয় জয় করে নেয়, এবং সেই প্রজারা অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়েও তার শাসন ক্ষমতার বিরুদ্ধাচারণ না করে তাকে শিরধার্য্য করে রাখে। এই কবিতাটি অত্যন্ত নিপুনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন রিজিতা চট্টোপাধ্যায়। বহু বছর ধরে চলে আসা ভালো মন্দের দ্বন্দ্বকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। তাই এই নাটকটি প্রাচীনতার জয়গান করেছে। কিন্তু আবার একই ভাবে তাদের অধিকারের জয়গান করেছে। কিন্তু আবার একই মতের তাদের অধিকারের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। সায়ন্তন বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত চারটি অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষের প্রতীক। এই নাটকটি রাজনৈতিক উৎসবের চিত্রকল্পের রূপ দেওয়া হয়েছে। এই উৎসব কোন সাধারণ উৎসব নয়। বরং এটি অসহায় মানুষের অস্তিত্বকে মুছে ফেলে তাকে নিছক একটি রাজনৈতিক সত্তার চেহারা দেয়, তাকে রাজনৈতিক ক্রীড়ণকে পরিণত করে। এই নাটকটি গতবছর প্রথম অভিনীত ও প্রশংসিত হয়। তাই এখন এটি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের দর্শকদের জন্য পুনরায় মঞ্চস্থ হতে চলেছে।

নাসবন্দি একটি গ্রামের বা যে কোন গ্রামের ছোটখাট ঘটনার গল্প। যেখানে মানুষ তার জীবন পথের ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনাকে উপলব্ধি করে। তার জীবন দর্শনকে নতুনমাত্রা দেয় ও রাষ্ট্র তথা সমাজ জীবনের নিরিখে তার ব্যক্তি সত্তাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে, তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার তুমুল লড়াই চালায়। নাশবন্দী’র অর্থ বন্ধ্যাত্ব এবং শিরোনামটি এমন এক বিশ্বের প্রতীকি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে মানুষ তার সামাজিক রাজনৈতিক সত্ত্বা ব্যতিরেকে তার মানসিক ব্যক্তি সত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

নাসবন্দী নাটকে হিন্দি বাংলা ইংরেজিতে মেশানো এ নাটকের সংলাপ বর্তমান প্রজন্মকে সচেতন করবে। শুভ চেতনার বিস্তার করতে সক্ষম হবে। সৌরভ দাস এর অভিনয় ও পরিচালনা যথাযথ। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে গিয়েছে নাটকের নতুন অভিনেত্রী ও নাট্যকার। রিজিতা চট্টোপাধ্যায় মঞ্চে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু শিল্পপতির ভূমিকায় ভাল লেগেছে সায়ন্তন বন্দ্যোপাধ্যায়কে, আলো সঙ্গীত ও কোরিওগ্রাফিতে ভরা ‘নাসবন্দী’ সকল নাট্যমোদী দর্শকের নজর কারবে।

উল্টোপাল্টা

কেন রে তুই ফিরে এলি!

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সারা বর্ষা কালটা আমার পুরনো ছাতাটাই আমার (পুরনো) মাথাটাকে বৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখলো আর আমিও সতর্ক ছিলাম ও যেন পথে কোথাও কোনও দিন হারিয়ে না যায়! কিন্তু শেষ রক্ষা হলনা। একদিন আমার পুরনো বন্ধু ছাতাটি পথেই কোথায় হারিয়ে গেলো, আমার বুকের ভিতর কান্না তখন থামতে চায়না (‘হারিয়ে গেলি পথের মাঝে, কান্না তখন থামে না যে!)...

কিন্তু কি আর করা – কিল খেয়ে কিল চুরির মতন বাড়িতে কিছু না বলে দোকানে গিয়ে ১০০ টাকা দিয়ে আবার একটা ছাতা কিনে নিলাম, নতুন ছাতা কিনে কিন্তু বেদনা অনুভবই করলাম (বড় বেদনার মত বেজেছে, হে নতুন ছাতা!’’) তবে ক’দিন পরে মনে আবার আনন্দ ভাব এলো! ভেবে দেখলাম, আরে, পুজো আসছে, তাই নতুন ছাতা কিনে আমি তো নিজের উপার্জনের টাকাতেই নিজেকে দারুণ উপহার দিলাম! (কোনও গ্যারান্টি দিতে পারেন নাকি যে এ বছর পুজো দেরিতে হলেও বৃষ্টি হবে না?) তা ছাড়া ছাতার বিক্রি যখন কমে আসছে তখন ছাতা কিনে, দোকানদারের মুখে হাসি ফুটিয়ে আমি তো পুণ্য অর্জনই করলাম।...

কিন্তু ক’দিন পরে আবার বিস্ময়ের পালা (‘বিস্ময়ে জাগে আমার প্রাণ!’) পুরানো ব্যাগটার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কি যেন একটা হাতে ঠেকলো!– হাঁ ঠিক তাই পুরানো ব্যাগের ভিতরের জরাজীর্ণ লাইনিং কাপড়টাকে ভাল ভাবে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, ব্যাগেরই অঙ্গ হিসাবে আমার পুরানো ছাতাটি দেখি গভীর ঘুমে মগ্ন! অতঃপর কি আনন্দ (‘আহা কি আনন্দ’!) – একটানে ব্যাগের ভিতর থেকে আমার পুরানো সাথী ছাতাটিকে বার করে আনলাম (লাইলিং কাপড় জড়ানো অবস্থাতেই!) তখন কি আনন্দ, কিন্তু পরের মুহূর্তেই বুকের ভিতর অন্য এক ব্যাথা অনুভব করলাম, যা কবিতার রূপ নিল!

‘কেন রে তুই ফিরে এলি!
আমার ১০০ টাকা গচ্ছা যাবার
দুঃখটাকে বাড়িয়ে দিলি!’

সিস্টার নিবেদিতা ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি বয়েজ ওন লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত হল সিস্টার নিবেদিতা ইনস্টিটিউট অফ কালচারের ২৭ তম বর্ষের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধন সঙ্গীত ‘জগতে আনন্দ যজ্ঞে’ পরিবেশ করে শিশু শিল্পী রামানীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্থার স্মারক গ্রন্থের প্রচ্ছদ প্রকাশ ও প্রদীপ প্রজ্বালন করে বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী সংসিদ্ধানন্দজী ভগিনী নিবেদিতার আদর্শের কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, ‘‘বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল’’ পূর্ব কলকাতা শাখার মিন্টুপদ দাস এবং সংস্থার সম্পাদক প্রভাত বারিক। সকলেই সংক্ষেপে সিস্টার নিবেদিতাকে নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

‘‘সিস্টার নিবেদিতা’’ নিয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনান সাংবাদিক ইন্দ্রজিৎ আইচ। নিবেদিতার লেখা কিছু অংশ পাঠ করে শোনান প্রদীপ ঘোষ। সব শেষে ছিল অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ নৃত্য গীতি আলেখ্য ‘‘শ্যামল সুন্দর’’। রচনা অর্ণব ভদ্র। পাঠে ছিলেন শাশ্বতী গুহ ও প্রতীক পালিত। সঙ্গীতে অংশ নেয় মীনাক্ষী চন্দ্র, শ্রীলা সেন, পত্রালিকা ঘোষ, সুজাতা দত্ত। অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, শাশ্বতী রানা, ঋত্বিকা দে, জয়িতা মিত্র, অর্ণব ভদ্র ও শঙ্কর মল্লিক। নৃত্যে অংশ নেয় শতরূপা দাশগুপ্ত, পাপিয়া সেনগুপ্ত, সঞ্চারী মণ্ডল, মৌমিতা চট্টোপাধ্যায়, শুক্লা বারিক, প্রত্যুষা ঘোষ, প্রিয়াশা ঘোষ, সৃষ্টি দাশগুপ্ত, কঙ্কনা দে, সৃজা মিত্র, অভিলাষ সেনগুপ্ত, সম্পৃতা গোস্বামী, সহনা পাল, সৃজা বসু। সঙ্গীত ও নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন মীনাক্ষী চন্দ্র ও পাপিয়া সেনগুপ্ত। সঞ্চালনায় ছিলেন প্রতীক পালিত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি এক কথায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

শাইলক চরিত্র চিত্রন মুগ্ধ করে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালিন্দী নাট্যসৃজনের ক্লাসিক প্রযোজনা মার্চেন্ট অফ ভেনিস এ সময়ের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। নাট্যকার উত্তম চট্টোপাধ্যায় তাঁর অনুবাদে খ্রিস্টান ও ইহুদির রেষারেষির থেকে প্রাধান্য দিয়েছেন প্রেম যা দর্শককে অভিভূত করে রাখে। নাচের কোরিওগ্রাফি আমাদের কখনও বিরক্তি জাগায় না। সবচেয়ে প্রশংসার কথা দলগত অভিনয়, নাট্যসৃজনের অভিনেতারা যথেষ্ট বলিষ্ঠ অভিনয় করেছে যা দর্শককে মনোগ্রাহী করেছে। নাটকের মূল সম্পদ নাটকের আবহ।

মুরারী রায়চৌধুরী নাটকের শুরুতেই সময়টাকে সুন্দর ভাবে ধরেছেন। মঞ্চ পরিকল্পনায় ভর্গনাথ ভট্টাচার্য যথাযথ। খুবই ছিমছাম মঞ্চে সামান্য পরিবর্তন করেছেন শিল্পীরা। খুব সাবলীলভাবে। রঞ্জিত দত্তের সাজসজ্জা আরও একটু মনোযোগ দাবি করে। পোর্শিয়ার ভূমিকায় মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায় ভাল তবে বিচার দৃশ্যে আরও একটি অভিনয় দক্ষতা প্রয়োজন। আন্তনিও শ্যামল সরকার, ব্যাসানিও রনদীপ নন্দী, সালোরও শান্তনু দত্ত, সোলানিও পিঙ্কু ঘোষ বেশ ভাল। নৌরসা চরিত্রে মোনালিসা দাস ও জেনিকা– পাপিয়া সাহা সুন্দর অভিনয় করেছেন। এই নাটকে অনেক চরিত্র – প্রত্যেকেই সুঅভিনয় করেছেন। শাইলক চরিত্রে নির্দেশক বিশ্বদল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অনেকদিন আমাদের মনে থাকবে। কালিন্দী নাট্যসৃজনের এই প্রযোজনাটি বারবার দেখা যায়।

স্মৃতিবাসর উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ২৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পাইকপাড়ার ‘‘মোহিত মৈত্র মঞ্চে’’ দমদমের ‘‘গীতা দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরের’’ (শিশুসেবা স্কুল) উদ্যোগে, প্রধান শিক্ষিকা নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাদর আহ্বানে, সম্পাদক অশোক কর্মকারের সুষ্ঠু পরিচালনায় ও শিক্ষিকা আলপনা বসুর সঞ্চালনায় স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মনোজ ঘোষ ও গীতা দেবীর (ঘোষ) ‘‘স্মরণ’’ ষষ্ঠদশ বর্ষ এক মহতী ‘‘স্মৃতি বাসর উৎসব’’ অনুষ্ঠিত হল। প্রধান অতিথি ও বক্তা ছিলেন প্রধান শিক্ষক অরুণ হাইত ও পরেশ বর্ধন। স্কুলের পক্ষ থেকে শিক্ষিকাবৃন্দ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং বার্ষিক পরীক্ষার কৃতী ছাত্রছাত্রীদেরকে (মোট ৮০ জন) পুরস্কার প্রদান করা হয়। শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীগণ সমবেত সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা পাঠ এবং নাটক সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেন। শেষে সমবেত ‘‘জাতীয় সঙ্গীত’’ পরিবেশিত হয়।

বাপনের বাড়িতে অতিথিবৎসল রাত্রি যাপন

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

আমাদের নৌকো পঞ্চরামের ঘাটে যখন পৌঁছল, তখন সন্ধে নেমেছে।

গাঁড়াল নদীর ওপর পঞ্চরামের ঘাট। কংক্রিটের সিঁড়ি। খুব বেশিদিন হয়নি। এখন রাতবিরেতে এই ঘাটে ওঠা নামার কোন অসুবিধে হয় না। সিঁড়ি ভেঙে বাঁধের ওপর উঠলে, এক কিলোমিটারের বেশি লম্বা মরিচঝাঁপি খাল নজরে পড়ে।

চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বাঁধ বরাবর ছোটো ছোটো ঝুপড়ি তৈরি করে, হেঁতালবাড়ির কিছু কিছু কাঁকড়ামারা পরিবার বাস করছে। এই ঝুপড়িগুলো ছিল না। ২০০৯–এর আইলার পর সর্বস্বান্ত কিছু কিছু পরিবার নিরুপায় হয়ে এভাবে বাস করছে। আয়লায় গাঁড়াল নদীর বাঁধের চার জায়গায় ভেঙে ছিল। বাঁধ ভাঙা জলের তোড়ে হেঁতালবাড়ি ৭নং এবং কালিদাসপুর ৮নং গ্রাম দু’টোর সমস্ত মাটির বাড়ি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল। বাপন (২৮) একজন সাপ্লায়ার। হেঁতালবাড়ি ও কালিদাসপুরের কাঁকড়াশিকারিদের কাছ থেকে কাঁকড়া কিনে ন্যাজাটে সুকুমার মাহাতোর আড়তে সাপ্লাই দেয়। সুকুমার মাহাতো ন্যাজাটের একজন বড়ো কাঁকড়ার আড়তদার।

পঞ্চরামের ঘাট থেকে মিনিট পাঁচেক হেঁটে গেলে বাপনদের বাড়ি। বাঁধের ধারেই। কালিদাসপুর ৮নং। আমরা -- আমি, আমার ফটোগ্রাফার বন্ধু, সুকুমার মাহাতো ও বাপন -- বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটছি। জ্যোৎস্না রাত। শীতকাল। সেটা ছিল, ১৩ই জানুয়ারি, ২০১১। কনকনে শীত পড়েছে। তার ওপর উত্তরের হাওয়া। বাপনের বাড়িতে তার বাবা, মা এবং স্ত্রী আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। আমরা বাড়িতে পৌঁছতে তাঁরা নিশ্চিন্ত হলেন। বাপনের বাবা আমাকে বললেন, সারাদিন আনেক ধকল গেছে। সাত সকালে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে কাঁকড়ামারাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এখন হাত–পা ধুয়ে, চোখে মুখে একটু জল দিন। রান্না–বান্না হয়ে গিয়েছে। শীতের সময়, আগে গরম গরম ভাত দু’টো খেয়ে নিন। তারপর আমাদের কথা হবে। বাড়িতে বিদ্যুতের আলো নেই। সৌর আলোর ব্যবস্থা আছে। সেই আলোতে ঘরের দাওয়াতে আমরা খেতে বসেছি। দাওয়াটা বেশ চওড়া। দেয়াল ঘেঁসে তিনটে চেয়ার -- দু’টো প্লাস্টিকের, একটা কাঠের। তার সামনে একটা বেঞ্চি দিয়ে (যেটা চেয়ারগুলো থেকে ঈষৎ উঁচু) খাবার টেবিল বানানো হয়েছে। তার ওপর পর পর তিনটে

সুন্দরবনের ডায়েরি

ভাতের থালা। তিনজন অতিথির জন্য। আমি বাপনের বাবাকে বললাম, দাদা এর দরকার ছিল না। আমরা মাটিতে বসেই খেতাম।

-- তা পারতেন। আপনাদের চেয়ার–টেবিলে বসে খাওয়া তো অভ্যেস!

-- আমাদের সব আভ্যেস আছে। এ সব না করলেও চলত।

-- কিছুই না। ক’টা চেয়ার আর বেঞ্চিটা তো বাড়িতেই ছিল। সেগুলো শুধু একটু পেতে দিয়েছি।

আর কথা না বাড়িয়ে গরম গরম ভাত, ডাল, তরকারি ও কাঁকড়ার ঝোল তৃপ্তি করেই খেলাম। মুখ ধুতে গিয়ে টের পেলাম জলটা ঈষৎ উষ্ণ। জলটা গরম কেন? আমি জানতে চাইলাম।

-- কনকনে ঠাণ্ডা। জলে হাত ঠেকানো যায় না। তাই, মুখ ধোয়ার জলটা রান্নার পর কেটলিতে করে উনুনে বসিয়ে দিয়েছিলাম। বললেন, বাপনের মা।

মুখ–টুক ধোয়ার পর আইলার পরবর্তী গ্রামের অবস্থা নিয়ে বাপনের বাবার সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হল। ধীরে ধীরে সৌর আলোর তেজ কমে আসছে। বাপনের বাবা বললেন, আপনারা খুব ক্লান্ত। এবার শুয়ে পড়ুন।

মাটির ঘর। দু’দিকে চওড়া বারান্দা। বারান্দাগুলো বাঁশ–বাখারি দিয়ে ঘেরা। খুঁটির ওপর এক ফুট ছাড় ছাড় পেরেক দিয়ে বাখারি মারা। ঠাণ্ডা আটকানোর জন্য পুরো বারান্দাটা ত্রিপল দিয়ে ঘেরা। বারান্দার একদিকে একটা তক্তপোষ পাতা। তার ওপর বিছানা। আমরা আতিথি। ঘরের মধ্যে আমাদের শোওয়ার ব্যবস্থা। আমি আর আমার ফটোগ্রাফার বন্ধু এক বিছানায়। বিছানা থেকে লেপটা নিয়ে গায়ে তুলতে টের পেলাম, লেপটা থেকে বাড়তি গরম পাচ্ছি। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জানলাম, বাপনের মা সারা দুপুর লেপটাকে উল্টে–পাল্টে রোদ খাইয়ে, ভাঁজ করে রেখেছিলেন। অতিথিদের একটু বাড়তি স্বাচ্ছন্দ দেবার জন্য। আমাদের প্রতি বাপনের মায়ের অন্তহীন ভালবাসা, স্নেহ, যত্ন ও মোমত্ববোধ আমাদের মুগ্ধ করেছে। তাঁর কাছে আমরা অশেষ ঋণী থেকে গেলাম।

১৯৭৭–এর পর ২০১৫

পেলেকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত তিলোত্তমা কলকাতা

কমল নস্কর

মোহনবাগানের পাড় সমর্থক বছর ৩৮–এর অলোক নন্দীর বাড়ি শহরের বনেদি অঞ্চল বাগবাজারে। ঘুড়ির লড়াই এখনও যে অঞ্চলে রীতিমতো শিহরণ জাগায়। সদ্য শেষ হওয়া সেপ্টেম্বরে ৩৮–এর ঘর ছেড়ে ৩৯–এর দিকে রওনা হল সে। সবথেকে রোমাঞ্চকর তথ্য এই যে ফুটবলের মহাসম্রাট পেলের দল নিউইয়র্ক কসমস যেদিন ইডেন গার্ডেন্সে এসে অলোকের প্রিয় ক্লাব মোহনবাগানের মুখোমুখি হয় সেসময়টাই দুনিয়ার মুখ দেখে সে। আর ৩৮–এর চৌকাঠে পা রেখে যখন অলোক তার প্রিয় সবুজ মেরুনের জন্য গলা ফাটাচ্ছেন তখন আবার ফুটবলের মহারাজা তিলোত্তমায় এসে পৌঁছাচ্ছেন।

পেলে সাহেব আবার এই কলকাতা সফরের ব্যাপারে খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছেন। কসমসের জার্সি গায়ে তখনকার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে যে হাবিব বাহিনীর মোকাবিলা করেছিলেন তিনি সেই ইডেনের মাঠকে ভীষণভাবে স্মৃতির মণিকোঠায় জায়গা দিয়ে রেখেছেন পেলে। পাশাপাশি দুর্গাপুজোর ঠিক প্রাক মুহূর্তে এই শহরের অনুভূতিটাকে বিশেষভাবে চাখতে চাইছেন ফুটবল বাদশা। ফুটবলের মহাতারকা এবারের কলকাতা সফরে ক্রিকেটের মহানায়ক শচীন তেন্ডুলকর এবং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দেখা করবেন। উপলক্ষ্য অবশ্য সেই ফুটবলই। আইএসএল–এর এই বোধন পর্বেই পেলে থাকছেন শহরে। শচীন এবং সৌরভের দল আলাদাভাবে লড়াইয়ের ময়দানে থাকলেও পেলে এই দুই মহারথীর সঙ্গে আসন ভাগ করতে পারছেন ভেবে রোমাঞ্চিত। একইভাবে শচীন এবং সৌরভও পুলকিত ফুটবল সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ভেবে।

ভারতীয় ফুটবলের মক্কা কলকাতা অনেক বড় তারকাকে এই শহরে বরণ করে নিয়েছে। পেলে ছাড়াও মহানগরে আবির্ভাব ঘটেছে মারাদোনা, জিকো, বেকেনবাওয়ার, ফ্রান্সিসকোলি, রডরিগস, বুরুচাগা, ভালদানো, পম্পিদো সহ একগুচ্ছ বড় ফুটবলারের। তবে সিটি অফ জয়ের হৃদয়ে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিয়েছেন পেলে এবং মারাদোনা। এই যেমন আমাদের বাগবাজারের অলোক নন্দী। ফুটবল ভক্ত এই যুবক পেলের কথা শুনে যেমন শৈশব কাটিয়েছেন তেমনই আবার মারাদোনার খেলা দেখে বেড়ে উঠেছেন। তাই তার কাছে দুজনেই বড়মাপের। এদের মধ্যে একজনকে বাছতে বললে অলোকের ভোট যাবে মারাদোনার দিকেই। আসলে মারাদোনাকে সামনে রেখে কলকাতার এক বিশাল ফুটবল সমাজ আর্জেন্টিনার সমর্থক হয়ে উঠেছেন।বস্তুত মারাদোনা আসার পর থেকেই পেলে এবং মারাদোনার মধ্যে এই তুলনার সঙ্গে ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা এই দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছে শহর।

অবশ্য পেলের শহরে আসার দিন কি ব্রাজিল আর কি আর্জেন্টিনা, মোহনবাগান না ইস্টবেঙ্গল এসব ভেবে কেউ নেতাজি ইন্ডোরে যাবেন না তাঁর সম্মানজ্ঞাপনের দিন। পেলের এবারের ভারত সফরে কলকাতার পাশাপাশি দিল্লিও রয়েছে। যদিও দিল্লির থেকেও ভারতীয় ফুটবলের যে প্রাণকেন্দ্র কলকাতা তা বিলক্ষণ জানেন ফুটবল সম্রাট। তাই সময়টাও এখানেই বেশি দেবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও পেলের দেখা করার কথা রয়েছে। তাছাড়া বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফুটবল ফোবিয়া গড়ে উঠবে পেলে সেখানে পদার্পণ করার পর। পেলের কলকাতা সফরকে ঘিরে এখন থেকেই উন্মাদনা তুঙ্গে। এখন পর্যন্ত তাঁর যেখানে যেখানে যাওয়ার কথা রয়েছে সেখানেই টিকিটের দাম আকাশছোঁয়া। এছাড়াও পেলেকে স্বাগত জানাতে মধ্যরাতেও দমদম বিমানবন্দরে জনতার ঢল নামার সম্ভাবনা প্রবল।

ডালমিয়ার স্মরণে আবেগবিহ্বল পরিবেশ ইডেন গার্ডেন্সে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেট দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম কর্তা জগমোহন ডালমিয়ার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মঞ্চে যে শোকবিহ্বল আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হল তা অনেক নেতা–আমলার ভাগ্যেও জোটে না। রাজনৈতিক নেতা–মন্ত্রীদের সাধারণভাবে একগাদা স্তাবক থাকে। প্রিয় নেতার বিয়োগের পরে এরাই মূলত ঢাকঢোল পেটানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। অথচ ডালমিয়ার মৃত্যুর পর সিএবি থেকে কেওড়াতলা পর্যন্ত যে দৃশ্য সামনে এল তাতে পা মেলাতে দেখাতে গেল আপামর ক্রিকেটভক্তকে। ক্রিকেট জগতের এই দূত এক নিমেষে পিছনে ফেলে দিলেন বড় কেউকেটাদের।

তাঁর মধ্যে এই রসদ ছিল বলেই ডালমিয়া আজ চির অমর হয়ে রয়েছেন। প্রয়াণের পরের সেই ছবি ফের উঠে এল জগুদার স্মরণ অনুষ্ঠানে। যার ব্যবস্থাপক ছিল সিএবি। এই শ্রদ্ধাঞ্জলির আসরে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জয় মঞ্জরেকরদের পাশাপাশি হাজির হয়েছিল বাংলার হালফিলের বহু তারকা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম অশোক দিন্দা, ঋদ্ধিমান সাহা, মনোজ তিওয়ারি।

এছাড়া সিএবির বড়–মেজ–ছোট সবধরণের কর্তা এখানে সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের প্রিয় প্রশাসক সম্পর্কে দুটি কথা তুলে ধরতে। কথা বলবেন কী, সকলের চোখেই খালি জল আর আবেগরুদ্ধ কণ্ঠস্বর। এই দুয়ের মেলবন্ধনে এই শ্রদ্ধানুষ্ঠান রীতিমতো সমাদৃত হয়।

সৌরভ তাঁর বক্তব্যে ডালমিয়ার নামাঙ্কিত গ্যালারির প্রস্তাব দেন। আবার বিশ্বরূপ দে বলেন, জগুদার নামে স্ট্যান্ড এবং গ্যালারি দুই হোক। এমনিতে প্রবাদপ্রতীম ক্রিকেট তারকারা প্রয়াত হলে তাদের অনেকের নামেই এরকম স্ট্যান্ড আলোকিত হয়েছে। এমনকি বহু তারকা ক্রিকেটার আছেন যেমন সুনীল গাভাসকার, অ্যালান বর্ডার কিংবা শচীন তেন্ডুলকর যাদের নামে গ্যালারি রয়েছে। কিন্তু কোনও ক্রিকেট প্রশাসকের নামে গ্যালারি বা স্ট্যান্ড হওয়া একেবারেই বিরলতম ঘটনা ক্রিকেট বিশ্বে। আর এখানেই ডালমিয়ার ক্যারিশমা। তাই মৃত্যুর পরেও সিএবি মানেই তিনি, বাংলার ক্রিকেট কী ভারতীয় ক্রিকেট সর্বত্রই ঘুরে ফিরে তিনি। এই জায়গায় ডালমিয়া টেক্কা দিয়ে গিয়েছেন সকলকেই।

ক্রিকেটারদের পালস যেমন বুঝতেন, হা করলেই বুঝতে পারতেন কে কি চাইছে। শুধু ক্রিকেটাররাই কেন? বিশ্বের তাবড় ক্রিকেট কর্তার সঙ্গেও ডালমিয়ার ছিল নাড়ির যোগ। তাইতো শুধুমাত্র তাঁর টানেই পাকিস্তান থেকে ছুটে আসেন সে দেশের শীর্ষ কর্তা শাহরিয়র খান। বাংলাদেশ ক্রিকেট জগতে যে ভারতীয় কর্তার মৃত্যুতে প্রায় রাষ্ট্রীয় শোকের পরিবেশ গড়ে ওঠে। এটা কি শ্রীনিবাসন, পাওয়ার কিংবা ললিত মোদিরা পারবেন? আসলে ডালমিয়া ছিলেন এক বড় মাপের কূটনীতিবিদ। যিনি ক্রিকেটের আবহে গোটা বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন।

কলকাতা ম্যাচে অনিশ্চিত ফিকরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাটলেটিকো কলকাতার বিরুদ্ধে ম্যাচটিকে নিজের বদলা হিসেবে দেখছিলেন ইউথোপিয়ান বিশ্বকাপার ফিকরু। বিশেষ করে কলকাতার কোচ হাবাসের সঙ্গে তার গতবারের দ্বন্দ্ব স্মরণে রেখে এই ম্যাচে চেন্নাইয়ের হয়ে নিজেকে উজাড় করে দিতে চাইছিলেন তিনি। কিন্তু বাধ সাধলো তার চোট। যার জেরে আগামী ৩ অক্টোবরের কলকাতা–চেন্নাই ডুয়েলে হয়তো দলে থাকছেন না ফিকরু। যদিও এই প্রাক্তন বিশ্বকাপারের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা গিয়েছে যতই চোট থাক নিজেকে সুস্থ করে তোলার শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। যাতে অন্তত প্রথমার্ধে না হোক দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পুরোদমে মাঠে নামতে পারেন, এবং অতি অবশ্যই কলকাতার জালে বল জড়াতে পারেন। চেন্নাইতে সই করার পর কার্যত সেখানে 'লুঙ্গি ড্যান্স' ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে ফিকরুর। কলকাতা কোচ হাবাসকে শিক্ষা দিতে তাই তিনি মরিয়া।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে
আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন
'অ্যাপস রিপোর্টার'
চিঠি মেলের দিন শেষ
এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে
আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

LIONS SHARAD SAMMAN' 15
ORGANISED BY
Lions Clubs of Behala Care & Service
Lions Clubs Internationsl District 322C1
Presidents
Lion P.K. Desarkar
Lion Kanakballav Saha
Welfare and wellness
(A Project of Lion Club of Behala Care & Service)
President
Lion B. Jha
SPONSORED BY
Astrologer, Astropalmist, Vastubid, Gupta Press Panjika Rajganak
Pandit Achinta Bhattacharya
M: 98300-63291/9830063292
Leather Galaxy
Retailers, Wholesalers & Exporters of all Ladies & Gents Leather Accessories and bags.
Phone : 033-2343-1942,9331028625 8620066706,8100616760
146, G.S. Bose Road, Opposite SBI (Picnic Garden Branch) Kol-39
Bidhannagar North Society for Social Welfare.
Regn. No- S/2L-39964 of 2015-2016
Address : CF-109, Sector - 1 Saltlake City, Kolkata - 700 064
PRERANA & PRAGATI
Manufacturer and Exporter of leather Goods
Proprietor : Mr. B.Jha
Ph : 033-2343-1942,9331028625, 8820066706,8100616760
www.preranaandpragati.com
Office : 146, Dr. G.S. Bose Road, Kolkata - 700 039
Factory : 145, Dr. G.S. Bose Road, Kolkata - 700 039
LIFE LONG NURSING HOME AND DIAGONISTIC CENTRE
(A UNIT OF LIFE MEDICAL ASSOCIATE PVT. LTD.)
ICU, ITU, NEURO SURGERY, ORTHOCARDIO, PLASTIC SURGERY
12A, S.N. ROY ROAD, KOLKATA- 700038
PH:- (033) 2397 1626 3245 1355
Dr. ASHIM DAS, MD
Well Wishers
Prof. Subhendu Barik
Mrs. Aneeta Chandra
Dr. Misti Roy
Mrs. Kanika Chakraborty
Mr. Sujit Sarkar
Mr. Malay Mondal
Mr. Tapan Ghosh
Mrs. Karabi Chatterjee
Mr. Sitangshu Chakraborty
Mr. Sudip Goswami
Mr. Amal Karmakar
Mr. Pradip Debdas
Media Partner
Alipore Barta
Pandit Achinta Bhattacharya
President
Mr. Nimai Ghosh
Chairman
Mr. B. Jha
Vice-Chairman
Convenors:
Goutam Dutta
Pijush Chatterjee
Mob : 9903127470
8296170336

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com